BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 955 ◆ Friday 17 February - Thursday 23 February 2023 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

প্রাণঘাতী 'মারবার্গ' ছড়ানোর আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটতে না কাটতেই আরেকটি প্রাণঘাতী ভাইরাস 'মারবার্গ' বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও-হু)।

আফ্রিকার দেশ 'ইকুয়াটোরিয়াল গিনি'তে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসটি পাওয়া গেছে এবং তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটিতে এই ভাইরাসের আক্রমণে এখন পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ভাইরাসের উপসর্গ দেখা গিয়েছে আরও ১৬ জনের দেহে।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ডব্লিউএইচও জানায়, ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক। ভাইরাসটি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

সংক্রমণ অঞ্চলটিতে ইতোমধ্যে ২০০ জন সন্দেহভাজনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে প্রথম ধরা পড়ে ভাইরাসটি। গত বছরের জুলাইয়ে ঘানায় ভাইরাসটিতে আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। ১৯৬৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ভাইরাসটির আক্রমণে ৪৭৪ জন রোগীর মধ্যে ৩৭৯ জনই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর হার প্রায় ৮০ শতাংশ। বাদুড় থেকে আসা 'মারবার্গ ভাইরাস' ইবোলার মতোই মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইবোলার তুলনায় অধিক প্রাণঘাতী। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো টিকা আবিষ্কার হয়নি। এটি ইবোলার থেকেও দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম।

'মারবার্গ ভাইরাস'র কিছু লক্ষণ রয়েছে। সাধারণত এই রোগের ক্ষেত্রে মাথা ঘোরা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, পায়খানা, বমি-বমি ভাব, প্রচণ্ড জ্বর, পেশিতে ব্যথা থাকে। এছাড়াও এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের মতো। হাতে পায়ে ফুসকুড়িও --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফরম বাছাই শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে এই ঘোষণা দেন। মো. সাহাবুদ্দিন হবেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'রাষ্ট্রপতি পদে একজনই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। মাত্র একজনের --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেন ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বিমল পাণ্ডিয়া

পোস্ট ডেস্ক : কভিডের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। তার উদ্যোগের প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এবার সেই ব্যক্তিই ব্রিটেন ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। বিমল পাণ্ডিয়া নামে এই ভারতীয় ব্যক্তির কথা জানতে পেরেই প্রতিবাদে সরব হয়েছে --১৬ পৃষ্ঠায়

চালু হচ্ছে শমসেরনগর বিমানবন্দর

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : এক সময়ের এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম রানওয়ের অধিকারী মৌলভীবাজারের শমসেরনগর বিমানবন্দর আবারো চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাবহৃতভাবেই পড়ে আছে বিমানবন্দরটি। তবে শমসেরনগরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত থাকা ৭টি বিমানবন্দর নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।

বিমানবন্দরগুলো হচ্ছে ঈশ্বরদী,

ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, বগুড়া, শমসেরনগর, কুমিল্লা ও তেজগাঁও বিমানবন্দর। দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন খাতের বিকাশ ও যাত্রী পরিবহণ বাড়াতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া মৌলভীবাজার ভৌগোলিক ভাবে পর্যটন কেন্দ্র, পাশাপাশি প্রবাসীদের যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়েছে। বেবিচকের ২০৩০ সালের কর্মপরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য। আরও জানা গেছে, বর্তমানে এই বিমানবন্দরগুলোর কোনোটিতেই বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ করছে না। কয়েকটি রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার দখলে। অনেকগুলো বিমানবন্দরের রানওয়েতে গরু-ছাগলসহ --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ কর্মীদের বেতন-ভাতা বাড়ছে

পোস্ট ডেস্ক : কর্মীদের বেতন বাড়ানোর কথা ভাবছেন ব্রিটিশ নিয়োগকর্তারা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে কর্মীদের বেতন ৫ শতাংশ বাড়বে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক পেশাজীবীদের সংগঠন দ্য চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব পার্সোনেল ডেভেলপমেন্টের (সিআইপিডি) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। সোমবার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। সিপিআইডির প্রতিবেদন অনুসারে, ৫৫ শতাংশ নিয়োগকারী এ বছর কর্মীদের বেতন-ভাতা বাড়াতে চান। ১১ বছরে এ হার সর্বোচ্চ। ২০১২ সাল থেকে এমন জরিপ চালিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। গত তিন মাসে এ হার ছিল ৪ শতাংশ। তা সত্ত্বেও সম্ভাব্য মূল্যস্ফীতির তুলনায় অনেক কম থাকবে কর্মীদের বেতন। ব্রিটেনের শ্রমবাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শুন্যপদের তুলনায় কর্মিসংখ্যা কম। --১৬ পৃষ্ঠায়

চালু হচ্ছে আগরতলা-আখাউড়া রেলপথ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : খুব দ্রুতই আগরতলা-আখাউড়া রেলপথ চালু হবে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত সোমবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এক নির্বাচনী সভায় মোদি এই রেলপথের প্রসঙ্গ টানেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের গার্ড রাশিয়ার গুপ্তচর

পোস্ট ডেস্ক : বার্লিনে যুক্তরাজ্যের দূতাবাসে গার্ডের কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। রাশিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছেন তিনি। লন্ডনে সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ওই ব্যক্তির বিচার শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মোট আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিটি অভিযোগই স্বীকার করে নিয়েছেন ওই ব্যক্তি।

লন্ডনের গোয়েন্দারা আদালতকে

জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২১ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত গুপ্তচরবৃত্তি --১৬ পৃষ্ঠায়

দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে ভারতের যে সহায়তা চাইলো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দ্বিপক্ষীয় বিদ্যমান অনিষ্পন্ন ইস্যুগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে ভারতের সহায়তা কামনা করেছে বাংলাদেশ। বুধবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুই দেশের ফরেন অফিস কনসালটেশনে এ আহ্বান জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এ বৈঠকের জন্য ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কুমার কাত্রা মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় এসেছেন।

বৈঠকের পরে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'এ লক্ষে (অনিষ্পন্ন ইস্যুগুলোর সমাধানে) আমরা একযোগে কাজ করার ওপর গুরত্বআরোপ করি। তিস্তাসহ সব আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বন্টনের বিষয়ে দ্রুত চুক্তি সম্পাদনের ওপর গুরত্ব পুনর্ব্যক্ত করি এবং সমাধানের জন্য ভারতের নিবীড় সহযোগিতার প্রত্যাশা করেছি।

সেই সঙ্গে গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় কুশিয়ারা নদীর পানি বন্টন নিয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কাযক্রম নিতে ভারতকে বলেছি।'

তিনি বলেন, 'তিস্তা চুক্তি নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা করছি। তাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে সমস্যা আছে, সেটি বিদ্যমান রয়েছে। এরপরেও আমাদের যে আবেদন সেটার বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।'

২০২৬ সালে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, গঙ্গা চুক্তির নবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওরাও হয়তো করছে। আগামীতে দুইপক্ষ হয়তো প্রাক-চুক্তি পর্যালোচনার জন্য বসবে।

সীমান্ত হত্যা

সীমান্ত হত্যা উল্লেখযোগ্য হারে --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে প্রথমবারের মতো ‘বাংলাদেশ-ইউকে উইমেন ই-কমার্স এক্সপো’-এর আয়োজন করলো বাংলাদেশ হাই কমিশন

বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন গত মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনে প্রথমবারের মতো ‘বাংলাদেশ-ইউকে উইমেন ই-কমার্স এক্সপো’-এর আয়োজন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, উৎসবমূখর পরিবেশে এই এক্সপো’-এর উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের যুক্তরাজ্যে ব্যবসায় ও বাজার সম্প্রসারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও লন্ডন মিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

এক্সপো উপলক্ষে হাই কমিশন আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজ বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে দেশের অগ্রযাত্রায় অসামান্য ভূমিকা পালন করছেন। ব্যবসার ক্ষেত্রেও তারা আজ পিছিয়ে নেই। সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিটি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নারী উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে ও স্বল্প সূদে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে স্বাবলম্বি হয়ে উঠছেন।”

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠান উইমেন এন্ড ই-কমার্স (উই) আয়োজিত ‘উই ট্রেড মিশন টু ইউকে’-এর কথা উল্লেখ করে মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, “ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নকে দেশের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলেই আজ বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তারা যুক্তরাজ্য সফরে এসে তাদের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তা ও ক্রেতাদের সাথে বৈঠক ও নেটওয়ার্কিং করার এবং লন্ডনসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে তাদের পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সুযোগ পেয়েছেন।”

তিনি ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তা ও ক্রেতাদের সাথে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এক্ষেত্রে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে সেসব দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, মেহের আফরোজ চুমকি এই ট্রেড মিশনের গেস্ট অব অনার হিসেবে বর্তমানে যুক্তরাজ্য সফর করছেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বলেন, “যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের হাই কমিশন সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে।”

হাই কমিশনার বলেন, “ব্রিটিশ মূলধারার উদ্যোক্তাদের সাথে বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ীক যোগাযোগের জন্য হাই কমিশন একটি কমন প্লাটফর্ম গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।”

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট সাঈদুর রহমান রেনু, উই-এর প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিসা, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, ইউকে-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রধান সন্দীপ চৌধুরী, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মারুফ চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উর্মি মাযহার ও এনটিভি ইউকে-র সিইও সাবরিনা হোসাইন।

‘উই ট্রেড মিশন টু ইউকে’-এর সদস্য উদ্যোক্তারা এক্সপোতে তাদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন যা ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

মেহের আফরোজ চুমকি এর আগে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সে ‘উই ট্রেড মিশন টু ইউকে’-এর জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন ও বেরোনেস পলা উদ্দিনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে ই-কমার্স ও মাইক্রো বিসনেজ-এর ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত প্রায় দেড় দশক ধরে বাংলাদেশে নারীদের অব্যাহত ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাক করেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ব্যারোনেস মঞ্জিলা পলা উদ্দিন, ব্যারোনেস ভার্মা, ব্যারোনেস প্রশার, ব্যারোনেস শায়েস্তা গোহির, উই-এর প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিসা এবং ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, ইউকে-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রধান সন্দীপ চৌধুরী।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ফ্রি পার্কিং ও আবাসিক পার্কিংয়ে নতুন নিয়ম কার্যকর

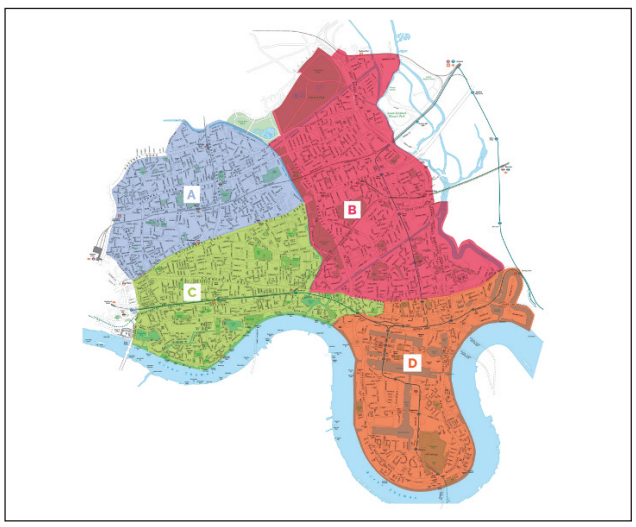

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন পার্কিং বিধিসমূহ স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে এবং বারার সর্বত্র চলাফেরা সহজ করে তুলবে।

জনসাধারণ যাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় অর্থনীতিতে অংশ নিতে অর্থাৎ স্থানীয় মার্কেটগুলোতে কেনাকাটায় উদ্বুদ্ধ হন, সেজন্য কাউন্সিল বারার মার্কেট এলাকায় এক ঘন্টা ফ্রি পার্কিং চালু করেছে।

এর পাশাপাশি, কাউন্সিল বারাতে আবাসিক পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে। অনেকগুলো ছোট ছোট পার্কিং জোন এর পরিবর্তে, যাদের রেসিডেন্টস পার্কিং পারমিট রয়েছে তারা এখন থেকে চারটি বড় পার্কিং জোনের একটিতে বিনামূল্যে পার্ক করতে পারবেন।

ন্যাশনাল এপ্রেন্টিসশীপ উইক ২০২৩

এই সপ্তাহটি হল ন্যাশনাল এপ্রেন্টিসশীপ উইক (জাতীয় শিক্ষানবিশ সপ্তাহ)। শিক্ষানবিশ বা এপ্রেন্টিসশীপ কমিউনিটি, ব্যবসা এবং বৃহত্তর অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক প্রভাব রাখে, তা উদযাপন করার বার্ষিক ইভেন্ট হচ্ছে এই সপ্তাহ।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার স্থানীয় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে মিলে, ফিনান্স থেকে শুরু করে কন্সট্রাকশন সেক্টর পর্যন্ত অনেকগুলি শিক্ষানবিশ স্কীম চালু করেছে। শুক্রবার ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হয়েছে এসব স্কীম। আবেদন করার জন্য আগ্রহীদেরকে কাউন্সিলের কর্মসংস্থান বিষয়ক সার্ভিস ওয়ার্কপাথ এর সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। কাউন্সিলের ওয়ার্কপাথ আপনাকে আপনার আবেদন, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি, এবং সাধারণ কর্মসংস্থান লাভে সহায়তা করতে সক্ষম। বিস্তারিত তথ্য ও নিবন্ধনের জন্য ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/jobs_and_careers/employment_and_training_initiative/Workpath/Register_for_WorkPath.aspx?utm_source=ResidentsNewsletter&utm_campaign=NAW

হাফ-টার্মে পুরো পরিবারের জন্য বিনামূল্যে নানা আয়োজন

হাফ-টার্মের ছুটির দিনগুলো পরিবারের সকলের জন্য আনন্দময় করে তুলতে টাওয়ার হ্যামলেটসের পার্ক ও স্পোর্টস টিমগুলো ১৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন ধরনের আকর্ষনীয় এক্টিভিটিজ বা কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

ইভেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি জনপ্রিয় ভিক্টোরিয়া পার্কে ভ্যালেন্টাইনস শিল্প ও কারুশিল্প, ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রসপেক্ট পার্কে কমিউনিটি বাল্ব পেইন্টিং এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি বেথনাল গ্রীন গার্ডেনে শারিরীক নানা এক্টিভিটি, বরফের ওপর স্কেটিং, গেমস্, ফেস পেইন্টিং, আর্টস এন্ড ক্রাফটসহ অনেক ধরনের আয়োজন। কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের ইভেন্ট সেকশনে পাওয়া যাবে।

Produced in partnership with UK Government

যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে সম্পাদিত

প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে

জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে ৪০টির বেশি স্কীম রয়েছে আপনার সাহায্যার্থে

জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে আমাদের অনেকেই নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং কীভাবে তারা ইউটিলিটি, জ্বালানি এবং খাবারের ব্যয় বহন করবেন তা অনিশ্চিত।

আমাদের পাঠকরা নিশ্চিত হতে পারেন যে, যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা রয়েছে। সহায়তা পাওয়ার মত উপযোগী হলে আমাদের জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম আছে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনার্জি বিল, চাইল্ডকেয়ার, এছাড়াও রয়েছে সাধারণ হাউজহোল্ড বিল। আপনি কোনটি পাওয়ার যোগ্য তা জানতে ভিজিট করুন gov.uk/helpforhouseholds

এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম

এই শীতে এনার্জি বিলের জন্য সহায়তা রয়েছে। প্রতিটি পরিবার তাদের বিলের জন্য ৪০০ পাউন্ড পাবে। এই অটোমেটিক, অফেরতযোগ্য ডিসকাউন্টটি শীতকালে পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য অক্টোবর ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ছয়টি কিস্তিতে দেয়া হচ্ছে। আপনার যদি ট্রাডিশনাল প্রিপেমেন্ট মিটার হয়ে থাকে, তাহলে আপনি প্রতি মাসে সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট ভাউচার পাবেন এবং আপনার সরবরাহকারীর নির্দেশ অনুসারে পোস্ট অফিস শাখায় বা পেপয়েন্ট শপে এ ভাউচারগুলো রিডিম করা যাবে।

স্কাম সতর্কতা

আপনাকে এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীমের জন্য আবেদন করার দরকার নেই এবং এর জন্য কখনই আপনার ব্যাংক একাউন্টের তথ্য চাওয়া হবে না। gov.uk/helpforhouseholds-এ ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

চাইল্ডকেয়ার

আপনি প্রত্যেক শিশুর জন্যে বছরে ২০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্স-ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন (বা ৪০০০ পাউন্ড যদি ডিসএবল্ড চাইল্ড হয়) অথবা ইউনিভার্সেল ক্রেডিটের সাথে আপনার চাইল্ডকেয়ার খরচের ৮৫% পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন, সেইসাথে ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী কর্মজীবী পরিবার হলে ৩ এবং ৪ বছর বয়সীদের জন্য ৩০ ঘন্টা ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন। যোগ্যতার মানদণ্ড বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রযোগ্য। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

সহায়ক বিল

অনেক প্রোভাইডার নির্দিষ্ট কিছু বেনিফিট গ্রহণকারীদের স্বল্পমূল্যের ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল ডিল অফার করছে। যারা বিল পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য ওয়াটার কোম্পানীগুলো হার্ডশিপ স্কীমের অফার দিচ্ছে। এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত 'পারিবারিক সহায়তা তহবিল' বা 'হাউজহোল্ড সাপোর্ট ফান্ড' অত্যাবশ্যক খরচের জন্য সহায়ক হতে পারে - আরও জানতে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে কথা বলুন। অথবা ভিজিট করুন - www.gov.uk/helpforhouseholds

কে এম আবু তাহের চৌধুরী

বাংলা পোস্ট-এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং কানেক্টিং কমিউনিটিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। জনাব চৌধুরী ইস্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় বসবাস করেন। জনাব চৌধুরী বলেন, "জনসাধারণ যখন বর্ধিত বিল পরিশোধ নিয়ে খুব চিন্তিত তখন সরকারের তরফ থেকে এনার্জি বিলের জন্য এই সহায়তা প্রশংসনীয়। আমাদের সকলের জানা দরকার যে, সরকার প্রদত্ত এই সহায়তা সবাই পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ইউনিভার্সেল ক্রেডিটভুক্ত লোকেরাই নয়, যে কোনও পেশার লোকেরা এই সহায়তা পাবেন।"

UK Government

প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনযাত্রার খরচে সাহায্য করার জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম রয়েছে। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে কোনটির জন্য আপনি যোগ্য তা জেনে নিন।

মিস্টার এন্ড মিসেস নোমান

বাংলা পোস্টের পক্ষ থেকে পূর্ব লন্ডনের মেনর পার্ক এলাকার মি. এবং মিসেস নোমানের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। মি. এবং মিসেস নোমান বলেন, "আমরা পূর্ব লন্ডনে একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী। তাই, আমরা ইউনিভার্সেল ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না। আমাদের উপার্জনের অর্থ দিয়ে আমাদের পরিবারের সকল খরচ মেটাতে হয়। এই স্বল্প আয় থেকে আমাদের জন্য অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা কঠিন ছিল।
এনার্জি সাপোর্ট চালু করাটা অবশ্যই একটি মহতি উদ্যোগ। এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম থেকে আমরা অক্টোবর ও নভেম্বরে ৬৬ পাউন্ড এবং ডিসেম্বরে ৬৭ পাউন্ড পেয়েছি। যুক্তরাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আমরা এখন সত্যিই স্বস্তি পেয়েছি।"

HELP IS AVAILABLE NOW FOR EVERY HOUSEHOLD

There are over 40 schemes available to help you tackle the costs of living.

Find out more gov.uk/HelpForHouseholds

Help for Households

জিএসসিকে রক্ষা, চ্যারিটি ফান্ডের হিসেব এবং অবৈধ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সেভ দ্যা জিএসসি'র সভা

গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলেকে (জিএসসি) রক্ষা, আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ, মেম্বারশিপ ফি এবং চ্যারিটি ফান্ডস তিন কোটি টাকার হিসেব এবং অবৈধ নির্বাচনে গঠিত কমিটি বাতিলের দাবিতে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী "সেইভ দ্যা জিএসসি ও আমাদের করণীয় " শীর্ষক এক বিশেষ সভা পূর্ব লণ্ডনের মাদানী ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়।

জিএসসির অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মসুদ আহমদের সভাপতিত্বে এবং জিএসসি'র সাবেক কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও সাবেক কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি ড. মুজিবুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পেট্রন কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ট্রেজারার মাহিদুর রহমান, কমিউনিটি নেতা সিরাজ হক, সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার ওহিদ আহমদ, সংগঠনের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়ছর, জিএসসির সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক দিলওয়ার হোসেইন, সাবেক ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলার জোসনা ইসলাম, জিএসসি নর্থ ইস্ট সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রকিব শিকদার, আব্দুল মান্নান মুন্না, জিএসসি নর্থ সাবেক চেয়ারম্যান ফয়জুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মেয়র ফুলজার আহমেদ, আফছারুজ্জামান পারভেজ, সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম, নুর আহমদ কিনু, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, সমির উদ্দিন, আহবাব মিয়া, মহিলা নেত্রী হেলেন ইসলামসহ বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত রিজিওনাল নেতৃবৃন্দ। সভায় বিলেতের সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জিএসসি গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় সারা বৃটেন থেকে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকশত নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী।

সভায় বক্তারা বলেন -গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে সিলেটবাসীর প্রাণের সংগঠন । ভূয়া ভোটার (ডেলিগেট) ও পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে একতরফা নির্বাচনে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের গঠিত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে সকল মেম্বারশীপ নবায়ন করে স্বচ্ছ ভোটার (ডেলিগেট) তালিকার মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করার জোর দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, একতরফা,পক্ষপাতমূলক ও ভুয়া মেম্বার থেকে অবৈধ ভোটার (ডেলিগেট) তালিকা করে নির্বাচন করার মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠণের ইমেজ ক্ষুন্ন করা হয়েছে। বিলেতের কমিউনিটি উনাদের ক্ষমা করবেনা বলেও অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীরা মেম্বারশীপ ফি'র কোন সঠিক হিসাব দিতে পারেননি । চ্যারিটির জন্য যে তিন কোটি টাকা অর্থ তুলেছে তারও সঠিক হিসাব দিতে পারেননি । তাই এই অবৈধ কমিটিকে বাতিল ঘোষণা করতে হবে এবং মেম্বারশিপ ফি ও চ্যারিটি ফান্ডের জন্য তাদের কথিত তিন কোটি টাকার হিসাব সকল মেম্বারদের সম্মুখে প্রকাশ করতে হবে । ইতিমধ্যেই চ্যারিটি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয় । চ্যারিটি কমিশনের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহন করা হবে। সভায় মেম্বারশিপ ফি ও চ্যারিটি ফান্ডের স্বচ্ছ হিসেব আদায়ের জন্য চ্যারিটি কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের ফলোআপ, প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবেও এর প্রতিকারে সোচ্চার থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

সভায় পক্ষপাতদুষ্ট ও একতরফা বিজিএম ও নির্বাচন বর্জন করায় ডেলিগেটবৃন্দকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানো হয়। সভায় বক্তারা আরো বলেন যে - গোপনে সংবিধান পরিবর্তন করে প্রত্যেক রিজিয়নের অধিকার ও ক্ষমতা খর্ব করার যে ধারা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা বাতিল করতে হবে।

সভায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের বিপরীতে গিয়ে জিএসসিকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা, অবৈধ কমিটি বাতিল এবং সংগঠনে একতা ও ভাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জিএসসি'র সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মাহবুবকে কনভেনর, জিএসসি লিডার মসুদ আহমদকে কো-কনভেনর, জিএসসির সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারি ড. মুজিবুর রহমানকে সদস্য সচিব এবং মোহাম্মদ মকিস মনসুরকে সিনিয়র জয়েন্ট কনভেনর করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট 'সেইভ দ্যা জিএসসি' ক্যাম্পেইন গ্রুপ ইউকে'র কনভেনিং কমিটি গঠন করা হয়। সভায় প্রতিটি রিজিওন থেকে কমপক্ষে একজন করে জয়েন্ট কনভেনর ও চারজন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি রিজিওন ও ব্রাঞ্চে সেইভ দ্যা জিএসসি' ক্যাম্পেইন গ্রুপ রিজিওনাল ও ব্রাঞ্চ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

এছাড়াও সম্মানিত প্যাট্রন, জিএসসি'র ফাউন্ডার মেম্বার, কমিউনিটি লিডার, সাংবাদিক, আইনজীবী, একাউন্টেন্ট ও ব্যাবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের সমন্বয়ে সেইভ দ্যা জিএসসি'র ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সভায় আরো বলা হয় যে, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সংগঠন নয় । বিলেতের কমিউনিটি ও সংগঠনের সাধারন সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংগঠনকে কতিপয় ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিপরায়ন লোকদের হাত থেকে উদ্ধার ও রক্ষা করবে ।

সভায় বিভিন্ন রিজিয়নের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ আমিনুল হক, সৈয়দ মইনুল ইসলাম, শেখ তাহির উল্লাহ ,আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, খান জামাল নুরুল ইসলাম, রহুল আমিন রুহেল, এম জামাল হোসেন, সিপার রেজাউল করিম, সেলিম আহমদ, মোহাম্মদ নূর বকস, কদর উদ্দিন, শেখ নুরুল ইসলাম, খালেদ চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন, মিসবাহ আহমদ, রাকিব রুহেল, মুজিবুর রহমান, শাহ শাফি কাদির, রকিবুর রহমান, বেলাল হোসেন, আব্দুর রহিম রনজু, আব্দুর রুউফ তালুকদার, বসর সিকদার, আব্দুল বাসিত রফি, আব্দুল ওয়াহিদ, খালেদ খান, সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, সৈয়দ আবু মুছা আহছান, মুসফিক চৌধুরী রাব্বি,মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, সাংবাদিক মোঃ ওয়াহিদ খান, আফসর উদ্দিন, আব্দুস শহীদ, মোঃ কামাল আহমদ, আশরাফ মিয়া ,রুহেল মিয়া, কবির আলী, আনোয়ার হোসেন, রুকনউজ্জামান আহমেদ, জিতু মিয়া, শাহীন আহমেদ, কবির আহমেদ, সাইদুল ইসলাম, লয়লু মিয়া, সাদিক আহমেদ, তালুকদার আতাউর রহমান, বমোহাম্মদ আজিম উদ্দিন আজির, দরুল মনসুর, নাজমুল সুমন, শামীম চৌধুরী, আমিনুর চৌধুরী, সালেহ আহমদ, মোস্তফা কামাল বাবলু, শাহ রহমান বেলাল, শাহীন আহমেদ, জয়নাল ইসলাম, জুবেল আহমদ বেলাল, জহির উদ্দিন, তাজুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, তইজরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, মোস্তাক আহমেদ, আহমেদ সাদিক,আতাউর রহমান, আজম আলী, মামুনুর রশীদ, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, জাকির হোসেন, আব্দুল বাসির, শামসুল হক, নাজমুল ইসলাম, আব্দুল বাছিত, মাহমুদ মিয়া, ফজলু মিয়া, আসরাফ চৌধুরী, ইয়াহিয়া চৌধুরী, আজিজুর রহমান, শাহ সোপান, মোহাম্মদ শাহীন আহমদ, মোহাম্মদ সামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম, মোহাম্মদ আতিক মিয়া, মোহাম্মদ মিফতাহুর রহমান, মোহাম্মদ রানা মিয়া, এ কে রাজু, নুরুল ইসলাম মধু, নেসার আহমদসহ প্রমুখ।

বার্মিংহাম আলোচনা সভা ও খানেকা মাহফিল অনুষ্ঠিত

বার্মিংহাম লজেলস উইলস্ট্রিট বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এন্ড জামে মাসজিদে আলোচনা সভা ও খানেকা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার রাতে অনুষ্টিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন অত্র সেন্টারের প্রেসিডেন্ট আলহাজ আব্দুল গফুর।

উক্ত মাহফিলে পরিচালনা করেন লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এন্ড জামে মাসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর সম্মানিত সভাপতি হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেন্টারের প্রেঠন, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ নাছির আহমদ,আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল হক নোমানী, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, মাওলানা আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, মুফতি রফিক আহমদ, হাফিজ আবুল হোসাইন, সেন্টারের সেক্রেটারী আলহাজ আজির উদ্দিন (আবদাল), ক্যাশিয়ার হাজী তেরা মিয়া, ওরগেনাইজিং সেক্রেটারী হাজী আব্দুল গফুর, কারী মোজাম্মিল আলী, আব্দুল হামিদ আয়না প্রমুখ।

পরিশেষে, বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে মাহফিলের কাজ সমাপ্ত হয়।

দেশের হাতেগোনা যে ক'টি বারা 'উন্নতি' করছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস্

কেন্দ্রীয় সরকারের লেভেলিং আপ তহবিলের জন্য টার্গেট করা এলাকাগুলোতে বসবাসকারী লোকেদেরকে জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইউগভ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তহবিলের পর থেকে তাদের এলাকার উন্নতি হয়েছে, একই আছে বা হ্রাস পেয়েছে - কোনটা তারা মনে করেন। দেশের মাত্র চারটি জায়গার বাসিন্দারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তাদের শহরটি আরও ভাল হয়েছে এবং এর মধ্যে একটি হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস, যেখানে ৩৪ শতাংশ বাসিন্দা বলেছেন, যে তারা মনে করেন বারার উন্নতি হয়েছে।

বারার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "এটা দেখতে ভালো লাগছে যে আমাদের বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই টাওয়ার হ্যামলেটকে বসবাসের, কাজ করার এবং বেড়ানোর জন্য সেরা জায়গা করে তুলতে আমরা যে কঠোর পরিশ্রম করছি তার ইতিবাচক প্রভাব অনুভব করছেন।

তিনি বলেন, "আমরা সরকারের লেভেলিং আপ তহবিলটি যতটা সম্ভব বেশি বাসিন্দার কাছে পৌঁছানোটা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন সহকারে বিনিয়োগ করেছি। তবে, আমরা জানি এখনও অনেক দূর যেতে হবে, এবং এটি কেবল শুরু। বরোতে অপরাধের হার, শিক্ষা, আবাসন, স্থায়িত্ব, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার উন্নতির জন্য আমাদের একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচী রয়েছে যাতে আমাদের সমস্ত বাসিন্দারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সমর্থিত হয়।"

অর্থ সাশ্রয়ের টিপস্ পাবেন কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে

ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিল পরিশোধ করতে গিয়ে বিভিন্ন খাতে খরচ কমানোর কথা যখন বিবেচনা করেন, তখন তা কোথা থেকে শুরু করবেন, সেটা নির্ধারণ করা খানিকটা কঠিন হয়ে পড়ে।

জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংকট বলতে বোঝায় আমাদের বারার এবং এর বাইরেও অনেককে তাদের আয়ের বেশির ভাগ অংশই ব্যয় করতে হয় জীবনযাপনের পেছনে। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য লোকজন যেভাবে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে তার একটা সমাধান বের করতে হবে।

অর্থ সাশ্রয়ের টিপস এবং খাবার দাবারের ব্যয় কীভাবে কমানো যায় তার পরামর্শ সহ কীভাবে আপনার আয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন সে সম্পর্কে নানা পরামর্শ রয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/advice_and_benefits/cost-of-living/Cost-of-living.aspx)|

টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ

বারায় প্রযুক্তিগত বিভাজন মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরের সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কানেক্টিং কমিউনিটিজ প্রজেক্ট বারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করেছে।

স্টেবন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের ল্যাপটপগুলি প্রথম গ্রহণ করেছিল যা তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানী এন্ডএমএ দান করে এবং প্রকল্প অংশীদারদের দ্বারা হস্তান্তর করা হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ‘কুরআন রিভিশন ডে’ উপলক্ষে ২ শতাধিক হাফিজের সম্মিলন

১১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। ইস্ট লন্ডন মসজিদের জন্য ছিলো একটি বিশেষ দিন। ওইদিন সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা হাফিজগন ছুটে এসেছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদে। সারাদিনই মসজিদজুড়ে শোনা যায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি। 'কুরআন রিভিশন ডে' উপলক্ষে দুই শতাধিক হাফিজ (ছাত্র-শিক্ষক) জমায়েত হয়েছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ছাত্ররা সারাদিন কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং শিক্ষকগন তাদের তেলাওয়াত শুনেন।

মাত্র সাড়ে ৬ ঘণ্টায় কোনো ভুল উচ্চারণ ছাড়াই পবিত্র কুরআনের রিভিশন সম্পন্ন করেন লুটনের মসজিদে নুর মক্তবের ছাত্র শ্রীলংকান বংশোদ্ভুত ইলিয়াস হামিদ সুলতান। তাছাড়া একই মক্তবের ছাত্র শ্রীলংকান বংশোদ্ভুত আব্দুল্লাহ হানুকও সাত ঘণ্টার মধ্যে কুরআনের রিভিশন সম্পন্ন করার সম্মান অর্জন করেন।

দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই কুরআন রিভিশন কর্মসূচিতে সারাদেশ থেকে ১৪০ জন হাফিজ অংশগ্রহণ করেন। তাদের সাথে ছিলেন ৭০ জন শিক্ষক। লন্ডনের বাইরের সিটির হাফিজগন শুক্রবার রাতেই এসে পৌঁছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদে। তারা মসজিদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাত্রিযাপন করেন। লন্ডনে বসবাসরত হাফিজগন ফজরের নামাজে অংশগ্রহণ করেন। এরপর একযোগে সকালের নাস্তা শেষ করে শিক্ষকদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত শুনাতে শুরু করেন। এই তেলাওয়াত চলতে থাকে এশার নামাজের আজান পর্যন্ত।

রিভিশন চলাকালে কুরআনপ্রিয় মানুষ মসজিদে ছুটে আসেন এবং সারাদিনই মসজিদে অবস্থান করে কুরআন তেলাওয়াত শুনেন ও পর্যবেক্ষন করেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদ একদিনের জন্য কুরআনে হাফিজদের মিলনক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিলো।

এশার জামাত শেষে রাত ৮টার দিকে আয়োজন করা হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। কুরআন রিভিশন প্রজেক্টের মুল উদ্যোক্তা নিউক্যাসেলের সৈয়দ আনিসুল হক এর সঞ্চালনায় সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখেন মিশরের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার শায়খ মোহাম্মদ ফুহাদ ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান আইয়ুব খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদের প্রধান ইমাম শায়খ আব্দুল কাইয়ুম, সিনিয়র ইমাম হাফিজ মাওলানা আবুল হোসাইন খান, কুরআর রিভিশন প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজুয়েট আবদুল্লাহ মওদুদ, প্রজেক্ট সমন্বয়কারি সিরাজুস সালেকীন। অতিথিরা অংশগ্রহণকারি হাফিজদের হাতে সার্টিফিকেট ও গিফট বক্স তুলে দেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান আইয়ুব খান বলেন, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা হাফিজদের মধ্যে একটি যোগসুত্র রচনা হবে। একজন আরেকজন সম্পর্কে জানতে পারবেন। আজকের এই রিভিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাফিজগনের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের চর্চা গড়ে ওঠবে। তারা রামাদ্বানের তারাবির নামাজে ইমামতির জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি রোববার প্রথমবারের মতো ‘কুরআন রিভিশন দিবস’ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় ১২০ জন কুরআনে হাফিজ ও ৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজার ইউকের উদ্যোগে ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজার ইউকের উদ্যোগে কুতবে আলম, ফখরুল মুহাদ্দিসীন, শামসুল আরিফীন, রইসুল কোররা, শাহ সুফী, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)'র ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ইং শনিবার লন্ডনের সল্যান্ডার গার্ডেন্স মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে। সংগঠনের সভাপতি আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে দুবাগীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আমিনুল ইসলামের পরিচালনায়, এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও ঢাকা সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল, প্রফেসর, হযরত মাওলানা ইব্রাহিম আলী। মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন লন্ডন নিউক্রস জামে মসজিদের খতিব ও উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজার ইউকের সহ-সভাপতি মাওলানা

অলিউর রহমান চৌধুরী দুবাগী এবং উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজার এর সহ-সভাপতি হাফিজ নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

বক্তাগণ শামসুল উলামা, বিশ্বনন্দিত সুফী সাধক হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ:)'র আলোকিত জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহিমাহুল্লাহ্ ছিলেন সর্বগুণে গুনান্বিত একজন আল্লাহর ওলী। আর আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম। তিনি একদিকে কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন, অন্যদিকে নির্জনে আল্লাহর যিকরে সময় কাটিয়েছেন। ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে ক্বিরাত ও ইলমে তাসাউফে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ইলমে কিরাতের সনদ দিয়েছেন, হাদীস শরীফের সনদ দিয়েছেন। এগুলোর মাধ্যমে মদীনার সাথে তাআল্লুক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ইসলামের ব্যাপারে আপোষহীন ছিলেন। তাঁর জীবনে সরকার বা কোন ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিলে সবার আগে গর্জে উঠতেন এবং সফলও হতেন। যারা খালিসভাবে দ্বীনের খিদমত করেন তারাই অধিক সফল। জীবনভর তিনি দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি মানবসেবামূলক কর্মের মাধ্যমে নিজেকে আসীন করেছেন অনন্য উচ্চতায়।

পরিশেষে, মিলাদ শরীফ পাঠান্তে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে শিরনি বিতরণের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

ইউকে বিসিসিআই'র নতুন কমিটির অভিষেক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেমিনার

গত ৭ ফেব্রুয়ারী সেন্ট্রাল লন্ডনের এক অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো ইউকেবিসিসিআই এর নতুন কমিটির অভিষেক ও বিজনেস সেমিনার। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ছিল নতুন কমিটির অভিষেক।

প্রথম পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ এমবিই। বক্তব্য রাখেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট নাজমুল ইসলাম নূরু। নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এম জি মাওলা মিয়া এফআরএসএ, বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ ওবিই।

এ পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্কটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার ফয়ছল চৌধুরী। পরে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে তাদের সফলতার স্বাক্ষর হিসেবে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সেমিনার। সেমিনারে অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম। এসময় তিনি বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহবান জানান।

আরো বক্তব্য রাখেন লর্ড ক্যারন ভিলা মরিয়া ওবিই, স্কাই স্পোর্ট ও আইটিবি'র সিনিয়র রিপোর্টার গ্যারি নিউবন এমবিই, ফয়সল চৌধুরী এমএসপি, ইউকেবিসিসিআই'র ভাইস প্রেসিডেন্ট জামাল মকদ্দুস, লন্ডন টি এক্সেঞ্জের অলিউর রহমান ওবিই, এআরটি'র ম্যানেজিং ডায়রেক্টর ড. ওয়ালি, ক্লারিটাস ট্যাক্স এর লেইন হোয়াইট, এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের ড. আনিস আহমদ, ইউকে বিসিসিআই মিডল্যান্ড রিজিওয়নের প্রেসিডেন্ট ইমাম উদ্দিন আহমদ, ইস্ট ইংল্যান্ড রিজিওয়নের প্রেসিডেন্ট সিদ্দিকুর রহমান।

এই পর্বে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম ও লর্ড ভিলা মরিয়াকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বর্তমান সময়ে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধৈর্য ধারণ করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। নতুন নতুন ধারনা নিয়ে তরুন প্রজন্মকে ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার আহবান জানানো হয় সেমিনারে। হসপিটালিটি, আইটি, একাউন্টিং, গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন সেক্টরের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয় সেমিনারে।

ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া ও রহিমা মিয়া পরিচালনায় সেমিনারে ইউকেবিসিসিআই ব্যবসায়ীদের নিয়ে কীভাবে বাংলাদেশে ও ব্রিটেনে কাজ করছে, তা তুলে ধরা হয়।

লন্ডনে বিশ্বনাথ পৌর মেয়র মুহিবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান

যুক্তরাজ্য সফররত সিলেটের বিশ্বনাথের পৌর মেয়র মুহিবুর রহমান বলেছেন, বিশ্বনাথের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য। তবে এই দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছেন পৌরবাসী।সকল দলের মানুষ তাকে ভোট দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বনাথে শিক্ষার বিস্তারে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন। বিশ্বনাথের বাসিয়া নদী দখলমুক্ত করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেয়র মুহিবুর রহমান।

২৩ জানুয়ারী সোমবার পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন হলে সংবর্ধনা দেয়া হয় নব নির্বাচিত বিশ্বনাথ পৌর মেয়র সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমানকে। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীর ব্যানারে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় মেয়র মুহিবুর রহমান বলেন, বিশ্বনাথের মানুষ দীর্ঘদিন পর অনৈক্যের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছেন। নিজেকে সকল দলের ও মতের মেয়র হিসাবে তুলে ধরেন তিনি ।

অতীতের মত শিক্ষার বিস্তারে তিনি কাজ করতে চান উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বনাথে ছেলেরা শিক্ষায় এগিয়ে গেলেও মেয়েরা পিছিয়ে। তাই বিশ্বানাথে মহিলা ডিগ্রী কলেজ ও হাইস্কুল করতে চান তিনি। এজন্য প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সভায় তিনি বলেন, বিশ্বনাথ পৌরবাসীর প্রধান দাবি, বাসিয়া নদী দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবাসী অধ্যুষিত বিশ্বনাথ পৌর এলাকার প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করবেন বলে আশাবাদী প্রবাসীরা। কমিউনিটি নেতা মনির উদ্দিন বশিরের সভাপতিত্বে সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন ব্যবসায়ী মনির আহমদ, প্রভাষক ফরিদ উদ্দিন ও মিজানুর রহমান। সভায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলার শাফি আহমেদ, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব রইছ আলী, আলহাজ্ব খলিলুর রহমান, কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক, মির্জা আসছাব বেগ, সাজ্জাদুর রহমান, ফারুক মিয়া, মবশ্বির আলী, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সুবহান, হামদু মিয়া, হেলাল মিয়া, নজরুজ্জামান নুরু, মহব্বত শেখ, হান্নান মিয়া, হেলাল আহমদ, তফজ্জুল আলম, মজাহিদ আলী লিটন, আব্দুল গফুর, হাবিবুর রহমান, মনসুর আলী, মোহাম্মদ আলী, আব্দুল মজিদ, শামস উদ্দিন শামস, সাজিদুর রহমান, সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন সাবেক কাউন্সিলার শাহ সোহেল আমিন প্রমুখ।

অমর একুশে বইমেলায় প্রবাসী লেখকদের সুহৃদ আড্ডা ও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। বাংলাদেশে হাজারো মেলার মাঝে বইমেলার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে মূলত এ মেলাকে কেন্দ্র করে। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিবোধ ও ঐতিহ্য হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলার ভিত্তি।

লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা এক সেরা উৎসব। সবারই মিলনমেলা বাংলা একাডেমির বইমেলা। এ দেশের সব শ্রেণির পাঠক সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে কখন বসবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা, কবে বসবে বাঙালির মিলনমেলা। ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি আর একুশের গ্রন্থমেলা একই সূত্রে গাথা। একুশের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ফসল বাংলা একাডেমি। একুশে গ্রন্থমেলা বিকশিত হয়েছে বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করে। নবগঠিত বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক জাগরণের প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

সাহিত্যপ্রেমী ও বইপ্রেমীদের কাছে সবচেয়ে বড় আয়োজন হলো অমর একুশে বইমেলা। প্রতিবারের মতো এবারের বইমেলায়ও পাওয়া যাচ্ছে প্রবাসী লেখকদের একাধিক বই। বই মেলার বিভিন্ন স্টলে পাওয়া যাচ্ছে এসব বই।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী (ক্যারল) বহুমাত্রিক প্রতিভার এক স্বপ্নবাজ ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সংগঠক এবং সমাজসেবক। তবে সাংবাদিক হিসেবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী কমিউনিটিতে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'করোনার ভীতিকর দিনগুলো' নামক একটি গ্রন্থ সিলেটের সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা 'পাণ্ডুলিপি প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি বইমেলায় কয়েকজন প্রবাসী লেখক পাণ্ডুলিপি প্রকাশন এর স্টল ভিজিট করেন। তারা হলেন যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বিশিষ্ট নাট্যকার ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব একাউন্টেন্ট আবু তাহের, জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কাজী মুরশেদ রানা, সংগীত শিল্পী রিতা নারগিস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শামিম রেজা, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব টুতুল, রিপা, রাতুল, তারিন, সারিতা, সারিন, রাফিন, মাহি, যুক্তরাজ্য প্রবাসী লেখক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী (ক্যারল) প্রমুখ।

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে নাম পরিবর্তন, নতুন নাম "বাংলাদেশী উলামা মাশায়েখ ইউকে"

গত ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, সর্দলীয় উলামা সংগঠন বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকের মজলিসে কিয়াদত ও মজলিসে আমেলার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনের "সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্সে" অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপত্বিত করেন সংগঠনের সভাপতি মাওলানা একেএম সিরাজুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ মিজানুল হক। বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ফারুকীর পবিত্র ক্বোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা পেশ করেন শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মজলিসে কিয়াদতের সদস্য হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ, খেলাফত মজলিসের নায়বে আমীর ও মজলিসে কিয়াদতের সদস্য অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্সের পরিচালক ও মজলিসে কিয়াদতের সদস্য মাওলানা একে মওদুদ হাসান, মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও মজলিসে কিয়াদতের সদস্য মাওলানা এমদাদুর রাহমান মাদানী, মজলিসে আমেলার সংস্থাপনী ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাওলানা রেজাউল করীম, মজলিসে আমেলার দাওয়া সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ফারুকী, সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ মাওলানা হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, প্রচার সম্পাদক মাওলানা তায়ীদুল ইসলাম, সংস্থাপনী ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী সম্পাদক মাওলানা এফ কে এম শাহ জাহান ও মজলিসে আমেলার সদস্য মাওলানা দেলওয়ার হুসাইন প্রমুখ।

সভায় মজলিসে কিয়াদতের দায়িত্বশীলগণ বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকের নাম পরিবর্তনের এক প্রস্তাব প্রদান করেন। পরে মজলিসে কিয়াদত ও আমেলার শীর্ষ দায়িত্বশীলদের পরামর্শে সর্বদলীয় সংগঠন " বাংলাদেশী উলামা - মাশায়েখ ইউকে" নামে সংগঠনের সার্বিক কার্যযক্রম পরিচালনা করার সর্বোসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় "বাংলাদেশী উলামা - মাশায়েখ ইউকে" র ২০২৩ - ২০২৪ সেশনের নতুন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সভায় যোগদানকারী সকলের পরামর্শে সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা একে মওদুদ হাসান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পুনঃপ্রদান করা হয় মাওলানা শাহ মিজানুল হককে। সহ সম্পাদকের নতুন দায়িত্ব প্রদান করা হয় মাওলানা এফ কে এম শাহ জাহানকে।

বাকি অন্যান্য দায়িত্বে গত সেশনের সকল দায়িত্বশীল নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

লন্ডনের পর বার্মিংহামে এক্সপোর বিয়ানীবাজার দেখতে মানুষের ভীড়

কানায় কানায় হল ভর্তি দর্শকদের উপস্থিতিতে বিয়ানীবাজারের ইতিহাস ঐত্যিহ শিল্প সংস্কৃতিকে বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষীদের কাছে তুলে ধরতে সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদের নির্মিত ডকুমেন্টারি এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার প্রদর্শিত হয়েছে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে। গত ২২জানুয়ারী লন্ডনে প্রথম প্রদর্শিনীতে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর গত ১৩ই ফেব্রয়ারী সোমবার বার্মিংহামে স্মলহিথের বিয়া লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কমিউনিটির বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতি ঘটে। সাংবাদিক শাহিদুর রহমান সুহেলের পরিচালনায় অনুষ্টানে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা সুলতান আহমদ। ডকুমেন্টারী নির্মাতা ফয়সল মাহমুদকে সাথে নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বার্মিহামে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাই কমিশনার মোঃ আলিমুজ্জামান, কাউন্সিলার আব্দুল জব্বার,কাউন্সিলর: শহীদ খান, কাউন্সিলর জালাল উদ্দিন এবং সাংবাদিক সাহিদুর রহমান সুহেল।

স্বাগত বক্তব্যে এক্সপোর বিয়ানীবাজারের প্রযোজক ও ডিরেক্টর ফয়সল মাহমুদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন শহরে থাকা মানুষদের কাছে বিয়ানীবাজারকে ভিন্নভাবে তুলে ধরতে এই প্রদশনী অব্যাহত থাকবে। নতুন প্রজন্ম ও প্রবাসে বেড়ে উঠা মানুষদেরকে বিয়ানীবাজারকে উপস্থাপনের জন্য ২০১৯ সালে এক্সপোর বিয়ানীবাজার প্রামান্যচিত্র নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং নভেল করোনার সময়ে ২০২০ সালে মার্চে তিনি লন্ডন থেকে বিয়ানীবাজারে অবস্থান করে দীর্ঘ আট মাসে চিত্রধারনের কাজ সম্পন্ন করেন। এবং পরবর্তীতে লন্ডনে এসে বাকি কাজ সম্পন্ন করেন। বিশাল এই প্রজেক্টে যারা অর্থ, শ্রম এবং সু পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

অনুষ্টানের প্রধান অতিথি বার্মিহামে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাই কমিশনার মোঃ আলিমুজ্জামান বলেন, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদের মতো যদি আরো অনেকে তাদের নিজ এলাকা সম্পর্কে এরকম তথ্যচিত্র নির্মান করেন তাহলে প্রবাসীরা দেশে ভ্রমনে ও বিনিয়োগে আরো আগ্রহী হবেন। তিনি সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদের এই ভিন্নধর্মী চিন্তাকে সম্মান করে বলেন, ফয়সল মাহমুদ যে কাজটি করেছেন তা সময়পোযী। এই প্রমানচিত্রের মাধ্যমে বিয়ানীবাজার সম্পকে অনেকে একটি স্বচ্ছ ধারনা পাবেন। এই অঞ্চলটি এতো সমৃদ্ধ আর ঐতিহাসিক ছিলো তা এক্সপোর বিয়ানীবাজার দেখে জানলাম।

বাংলাদেশের কোনো উপজেলাকে নিয়ে প্রথম কোনো পুনাঙ্গ ডকুমেন্টারী এক্সপোর বিয়ানীবাজার নির্মানের ভূয়সি প্রসংসা করে গুণী নির্মাতা মকবুল হোসেন বলেন, বিয়ানীবাজার একটি আধুনিক উপজেলা এটা সবাই জানতেন। কিন্তু এই এক্সপোর বিয়ানীবাজার আর ফয়সল মাহমুদ আবারও প্রমান করলেন কোনো বিয়ানীবাজার অন্য উপজেলার চাইতে এগিয়ে এবং সেরা।

বার্মিংহামে বসবাসরত বিয়ানীবাজারবাসী উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্টানের শুরুতে আগত সকল অতিথিদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান আয়োজক কবির আহমদ, শাহিদুর রহমান সুহেল, আহমেদ মোস্তফা, মনির আহমদ, কয়েছুজ্জামান রুনু, তুতিউর রহমান, নজরুল ইসলাম, গৌছ উদ্দিন ও করিম উদ্দিন।

অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক মুহাম্মদ মারুফ, রিয়াদ আহাদ , চৌধুরী মুরাদ, এনাম চৌধুরী, গ্রেটার সিলেটের সাধারন সম্পাদক খসরু খান, মিসেস ফাতেমা হামিদ, কবি ও অধ্যাপক সৈয়দ ইকবাল, কবির আহমদ, নজরুল ইসলাম, ফাজলি বিবি, আসমা চৌধুরী,

ডা: খালিক, ড: মিসবাউর রহমান, আব্দুল খালিক, বশির মিয়া কাদির, শাহ আবিদ আলী, এনামুল হক খান, নেপা স্বপ্না বেগম, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, কামাল আহমেদ, রহমত আলী, দীপু শেখসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে ব্যাপক উপস্তিতির কারনে হলে আসন না থাকায় অনেকে দাড়িয়ে দাড়িয়ে প্রমান্যচিত্র দেখতে হয়েছে তাতে আয়োজক ও নির্মাতা ফয়সল মাহমুদ দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি অনুষ্টান সফল করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মেধাবী ছাত্র সোহান যেভাবে হয়ে গেলো ‘জঙ্গি’

সিলেট অফিস : মা-কে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিরকুট পড়ার টেবিলে রেখে তিন মাস আগে বাসা থেকে বের হয়ে যান সিলেটের তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী মো. তাওয়াবুর রহমান সোহান ওরফে মিন্টু ওরফে জাকির আলম। ওই চিরকুটে লেখা ছিল ‘আমার জন্য দোয়া করো। আর কাউকে কিছু বলিও না, বললে বিপদ হবে’। এরপর জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া নামে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেন তিনি।

তাওয়াবুর রহমান সোহানের গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের পাটুলি গ্রামের। তবে সোহানের পিতা মৃত কুতুবুর রহমান ব্যাংকের চাকরির সুবাদে গত ২০ বছর ধরে তাদের পরিবার সিলেটে বসবাস করছে।

দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সোহান সবার ছোট। ২০১৮ সালে সোহান ওসমানী মেডিকেল হাইস্কুল থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। ২০২০ সালে সিলেট বর্ডার গার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সিলেট এমসি কলেজে বোটানি শাখায় ভর্তি হন।

সোহান লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও জিম করতেন। কিন্তু হঠাৎ করে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। তাবলিগ জামায়াতের সঙ্গে সোহানের সম্পর্ক ছিল। মাঝে মধ্যে ২-৩ দিনের জন্য চিল্লায় যেতেন। গত তিন মাস আগে চিল্লার কথা বলে মাকে একটি চিরকুট লিখে সেটি পড়ার টেবিলে রেখে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। মাঝে-মধ্যে ইমোতে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। ভালো আছেন বলে জানাতেন।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি বান্দরবানের থানচি উপজেলার রেমাক্রিতে দুর্গম পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়ার ১৭ সদস্য ও পাহাড়ি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের (কেএনএফ) ৩ সদস্যকে অস্ত্র ও গোলাসহ গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

গত বুধবার সকালে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বিষয়টি সাংবাদিকদের জানালে তাওয়াবুর রহমান সোহানের বিষয়টি প্রকাশ প্রায়। র‍্যাবের হাতে আটক হওয়ার পর সোহানের জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়ায় জড়িত থাকার তথ্য বেরিয়ে আসে।

সোহানের পরিবারের এক সদস্য বলেন, সোহান অনেক মেধাবী ছাত্র ছিল। তাকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। গত তিন মাস আগে হঠাৎ করে চিল্লার কথা বলে চিরকুট লিখে সে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এখন সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। সোহানকে ফলো করে তাকে এ সংগঠনে যুক্ত করা হয়েছে। কখন কাকে ফাঁদে ফেলে দেয় সতর্ক থাকা দরকার। আমার ভাইয়ের মতো এমন পরিণতি যেন কারও না হয়।

মাধবপুরের পাটুলি গ্রামের ইউপি সদস্য শফিক মিয়া বলেন, সোহানের বাবা মারা গেছেন ২ বছর হবে। মারা যাবার আগে মাঝে-মধ্যে পরিবারের সদস্যরা পাটুলি গ্রামে আসা-যাওয়া করতেন। তবে ২০ বছর ধরে তারা স্থায়ীভাবে সিলেটে বসবাস করছেন। সোহানও বাবার সঙ্গে পাটুলি গ্রামে আসা-যাওয়া করত। সোহান শান্ত, ভদ্র ও মেধাবী ছিল। এমন পরিবারের ছেলে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছে এ খবর শুনে গ্রামবাসী হতবাক হয়েছেন।

মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, প্রাথমিকভাবে পাটুলি গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত তিন মাস আগে চিল্লার কথা বলে সোহান সিলেটের বাসা থেকে বের হয়ে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ার পর জানা যায়, সোহান জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়ার সঙ্গে জড়িত। তাদের গ্রামের বাড়িতে পরিবারের কোনো সদস্য বসবাস করেন না।

নানা আয়োজনে সিলেটে বসন্ত বরণ

সিলেট অফিস : উৎসবে আনন্দে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে নিলেন সিলেটের মানুষ। বসন্তকে স্বাগত জানাতে প্রতিবছরের মতো এবারও সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। পৃথক আয়োজনে ছিলো আবৃত্তি, নৃত্য, গান ও কথামালা।

শিল্পকলা একাডেমি : সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি গান ও নৃত্যের পরিবেশনায় বরণ করলো ঋতুরাজ বসন্তকে। গত মঙ্গলবার এ উপলক্ষে রিকাবীবাজার মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় আনন্দ উৎসব। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিন অধ্যাপক ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি মন্ডলির সদস্য মোকাদ্দেস বাবুল, সিলেট প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ইকরামুল কবির, সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত। আবৃত্তিশিল্পী জান্নাতুল নাজনীন আশার সঞ্চালনায় উৎসবের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্য বিভাগ, সিলেট নৃত্যালয়, মুক্তাক্ষর, একাডেমি ফর মণিপুরী কালচার এন্ড আর্টস, নৃত্যরথ, অনির্বান শিল্পীসংগঠন ও নৃত্যাঞ্জলি এবং একক পরিবেশনায় ছিলেন গৌতম চক্রবর্ত্তী, মোকাদ্দেস বাবুল, ইকবাল সাঁই, শচীন চন্দ্র দিপংকর, স্বস্তিকা বণিক মীম, হিল্লোল শর্মা, বিথী রাধা নাথ, সুপ্তা দাস, শিঞ্জিনী তালুকদার, পল্লবী দাস মৌ, সূর্য্য কর শুভ, স্নেহা দাস, অর্পিতা তালুকদার, মনোরমা দাসধৃতি, পুষ্পা চৌধুরী।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

সিলেটে টিকটক কন্যা সোনিয়া খুন আসামী সজিব ধরা পড়েছে

সিলেট অফিস : নগরীতে টিকটক কন্যা কলেজ ছাত্রী সোনিয়ার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার একমাত্র আসামীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। গ্রেফতারকৃত মো. সজিব (২৫) আজমিরীগঞ্জ থানার শরীফনগর (নতুন বাড়ি) এলাকার বাসিন্দা মো. নূরুদ্দিনের পুত্র এবং নিহত সোনিয়ার মামাতো ভাই।

গত মঙ্গলবার দুপুরে সজিবকে গ্রেফতারের তথ্য জানিয়ে র‍্যাব-৯ এর অধিনায়ক উইং কমান্ডার মো. মোমিনুল হক প্রেসব্রিফিং করেন। তিনি জানান, গত সোমবার রাতে ঢাকার সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে সজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত রোববার দুপুরে নগরীর শেখঘাট খুলিয়াটুলা আবাসিক এলাকার নীলিমা-১৪ নম্বর বাসা থেকে সোনিয়ার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার কলাছড়া গ্রামের বিল্লাল আহমদের মেয়ে ও দক্ষিণ সুরমার নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী। তিনি মা ও সৎ বাবার সঙ্গে ওই বাসার ৪র্থ তলায় থাকতেন। সোনিয়া সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার নাটকে অভিনয় করতেন।

পারিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, হত্যাকান্ডের আগের রাতে সোনিয়াদের বাসায় রাত্রিযাপন করে তার মামাতো ভাই সজিব আহমদ। রোববার সকালে সোনিয়া পরিবারের সদস্যদের সাথে নাস্তা করেন। এরপর পরিবারের অন্য সদস্যরা সোনিয়ার সৎ বাবা সেলিম মিয়াকে দেখতে হাসপাতালে চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর সজিবও বাসা থেকে বের হয়ে যান। দুপুর ১২টার দিকে সাড়াশব্দ না পেয়ে সোনিয়ার ভাবি তাকে ডাকতে যান। এ সময় রুমে ঢুকে তিনি সোনিয়ার গলাকাটা লাশ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং রুমের ভেতর থেকে কাপড় কাটার একটি রক্তমাখা কাঁচি জব্দ করে।

সোনিয়ার পরিবার প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে- এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে সজিব জড়িত। পুলিশের সন্দেহেও ছিলেন সজিব। ঘটনার পর থেকে সজিব গা ঢাকা দেয়। গত মঙ্গলবার দুপুরে নিহত সোনিয়ার বড় ভাই পারভেজ আহমদ বাদী হয়ে সজিবকে প্রধান আসামী করে কতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

র‍্যাব আরও জানায় সজিবের নামে ঢাকার ভাষানটেক থানায় মামলা রয়েছে। মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে শিশু অপহরণ ও সহায়তার অভিযোগে এ মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। এ মামলায় সে গ্রেফতারের পর জেল খেটেছে বলেও জানায় র‍্যাব।

বড়লেখায় শেষ হলো লংলী ছড়া ও নিকড়ী ছড়া পুন:খনন কাজ

বড়লেখা প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় কাবিটা কর্মসূচির আওতায় বড়লেখা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হেলাল মিয়ার বাড়ি থেকে খোকন মিয়ার জমি পর্যন্ত ৫৮১ মিটার লংলী ছড়া এবং উপজেলার দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আরএইচডি ব্রীজ থেকে মুছেগুল গ্রাম পর্যন্ত ৭০১ মিটার নিকড়ী ছড়া পুন:খনন কাজ শেষ হয়েছে। রোববার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ মো. শাহাব উদ্দিন ছড়া দুটির খনন কাজ পরিদর্শন শেষে উদ্বোধন করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে ছড়া দুটির খনন কাজ ব্যয় হয়েছে ৯ লাখ টাকা।

ছড়া দুটির খনন কাজ পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুনজিত কুমার চন্দ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর, বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মো. কামরান চৌধুরী. বড়লেখা থানার ওসি ইয়ারদৌস হাসান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ দাস নান্টু, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো.উবায়েদ উল্লাহ খান প্রমুখ।

খালেদার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন পেছালো

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতি মামলার অভিযোগ গঠন শুনানি পিছিয়ে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকার-৯ (অস্থায়ী) বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান এই দিন ধার্য করেন।

গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান খালেদা জিয়ার আইনজীবী প্যানেলের সদস্য জিয়া উদ্দিন জিয়া। তিনি জানান, এদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে হাজিরা দিয়ে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে শুনানি করেন আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী। শুনানি শেষ না হওয়ায় আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী দিন ঠিক করেন বিচারক। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বরে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন।

২০১৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়।

ভালোবাসা দিবসে 'প্রেমবঞ্চিত সংঘের' বিক্ষোভ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রেমবঞ্চিত সংঘ। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমবাগান থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সামনে গিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপরে আমবাগানে এসে বৃক্ষরোপন, গণস্বাক্ষর ও খাবার বিতরণ করা হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন প্রেমবঞ্চিত সংঘের সভাপতি ইহতেশামুল হক ইবনুর, সহসভাপতি রাকিবুল্লাহ রাকিব, সাধারণ সম্পাদক আসনাবিল আবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আশরাফী প্রমুখ। মিছিলে প্রেমবঞ্চিত সংঘের দুই নারী সদস্যসহ শতাধিক সদস্য অংশ নেন।

এ সময় তারা 'কেউ পাবে কেউ পাবে না, তা হবে না তা হবে না', 'প্রেমের সুষম বণ্টন চাই', 'যোগ্য প্রেমিক হারালে কাঁদতে হবে আড়ালে', 'তুমি কে আমি কে, বঞ্চিত বঞ্চিত'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

সংগঠনটির সভাপতি ইহতেশামুল হক ইবনুর বলেন, প্রেমবঞ্চিত সংঘ প্রেমের পক্ষে। আমরা চাই প্রেম ছড়িয়ে পড়ুক। শুধু নারী-পুরুষ নয়, বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের ভালোবাসা, ভাই-বোনের ভালোবাসা প্রকাশ পাক।

তিনি আরও বলেন, সারাবিশ্বে আজ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। পরিবেশকে ভালোবাসতে হবে। সকল প্রেমিক তার প্রেমিকা খুঁজে পাক। শুধু সঙ্গী খুঁজে পাওয়াই নয়, আমরা চাই প্রকৃত ভালোবাসা।

সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আশরাফী বলেন, কিছু মেয়েরা ৭-৮ জন করে বয়ফ্রেন্ড ধরে রেখে ঘোরাচ্ছে। আমার দাবি, তারা তাদের ছেড়ে দিক। আমাদের পেছনেও তাদের ঘোরার সুযোগ দিক। আমার পেছনে কেউ ঘুরলে তো আর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদ পেতাম না।

জাতীয় নির্বাচন কবে, যা জানালেন ইসি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার একটি ধারণা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আলমগীর। চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে ইসি আলমগীর বলেন, 'আমরা কখনো বলিনি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। আমরা বলেছি, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন হবে।'

ইসির এ কমিশনার বলেন, চলতি বছরের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারির ২৯ তারিখের মধ্যে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, সব কাজ চলছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। কখন ভোট হবে কমিশন সভায় চূড়ান্ত হবে।

দেশে ৫৭ কোটি টাকার কৃষি উপকরণ পাবে কৃষক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আউশ ধানের আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে ৫৭ কোটি ২৫ লাখ টাকার প্রণোদনা দেবে সরকার। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় দেশের ১০ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিনামূল্যে বীজ ও সার পাবেন।

মঙ্গলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, এক বিঘা জমি চাষ করছেন এমন একজন কৃষক উচ্চফলনশীল আউশ ধানের উৎপাদন বাড়াতে এ প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে পাঁচ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা এবং বীজ ও চারা খাত থেকে এ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে শিগগির এসব প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

নেদারল্যান্ডে আবার পবিত্র কুরআন অবমাননার ঘটনায় বাংলাদেশের তীব্র নিন্দা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ সম্প্রতি নেদারল্যান্ডের একজন কট্টর-ডানপন্থী ব্যক্তির আবারও পবিত্র কুরআন অবমাননার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশ 'প্রতিবাদের অধিকার', 'মত প্রকাশের অধিকার' বা 'মানবাধিকারের' নামে এক মাসের মধ্যে আবারও এই ধরনের জঘন্য কর্মকান্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'বাংলাদেশ এ ধরনের অনাকাঙ্খিত উসকানি বন্ধের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ও এ ধরনের জঘন্য কর্মকান্ডের ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ মুসলিমদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চিহ্নের যে কোন ধরনের অবমাননাকে প্রত্যাখ্যান করে ও এর প্রতিবাদ জানায়।'

PURPLE i technologies
SOLUTIONS TAILOR MADE FOR YOUR BUSINESS
CELEBRATING 16 YEARS ANNIVERSARY
Complete EPOS System from £545 +VAT
*T&Cs apply
EPOS Package
✓ Touch Tablet with Stand
✓ Thermal Printer (Inkless)
✓ Cash Drawer
✓ FREE RMS Touch Client Express Software*
✓ FREE RMS BackOffice Express Software*
✓ SQL Server Express Database
✓ Setup & Configuration
✓ FREE Menu Entry
✓ FREE Delivery
✓ 1 Year Hardware Warranty
RMS SOFTWARE
Purple-I Technologies celebrate 16 year Anniversary by giving away FREE EPOS software license for life*...
www.purplei.co.uk
020 8523 6200
Call for a FREE QUOTE

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন : নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবেন এই প্রত্যাশা

নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন। এই পদটি লাভজনক কি না তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। আশা করি এর একটা সুরাহা হবে। দেশের নতুন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন একসময় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার ছিলেন। দুদক আইনে বলা আছে, দুদকের কোনো কমিশনার অবসর নেওয়ার পর প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগের যোগ্য হবেন না। মো. সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর দুদক আইনের সূত্র ধরে রাষ্ট্রপতি পদ লাভজনক কি না, এই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও এই প্রশ্নে সবাই একমত হতে পারছেন না। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন, রাষ্ট্রপতি পদ অলাভজনক। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি একটি সাংবিধানিক পদ এবং এটি লাভজনক পদ নয়। তবে ভিন্নমতও রয়েছে কারও কারও।

রাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক অথবা লাভজনক নয়, এমন কিছু সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা নেই। সে কারণেই বিষয়টি নিয়ে দেশে বিভিন্ন সময় বিতর্ক হয়েছে। এখন সেই বিতর্কই নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বলা রয়েছে। সেই অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

এই ধারার ব্যাখ্যায় সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক মনে করেন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ অন্য যে পদগুলোকে লাভজনক নয় বলা হয়েছে, তা শুধু সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য হয়। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রপতি পদে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অতীতে অনেকে সংসদ নির্বাচন করেছেন। সে কারণে সংসদ নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতার শর্তের ক্ষেত্রে সংবিধানে এই বিধান আনা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিকের মত হচ্ছে, সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নে সংবিধানের ওই বিধানে যখন বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ও অন্য পদগুলো লাভজনক পদ বলে গণ্য হবে না, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, রাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক পদ। কিন্তু তা সংসদ নির্বাচনে গণ্য হবে না বলে বলেছেন তিনি।

তবে এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নন আরেকজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রবীর নিয়োগী। তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছে প্রথম আলো। তিনি মনে করেন, সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক নয় বলেই বিবেচনা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি পদে এপ্রিলে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাহাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিরোধে অভিবাবকের ভূমিকা পালন করবেন এই প্রত্যাশা দেশবাসীর। তার মেয়াদ কালেই আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেজন্য সংকট সৃষ্টি হলে তার নিরপেক্ষ ভূমিকা সকলের প্রত্যাশা। আগাম অভিনন্দন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে পিপিপি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মো. ফারুক আহমেদ

২০১৯ সালে কোভিড মহামারির আগমন এবং দেশে দেশে লকডাউন দেওয়ার শুরু থেকে অর্থনীতিবিদরা একটা অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কার কথা বলে আসছিলেন। বস্তুত তাই-ই ঘটেছে; ২০২০ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হওয়া শুরু করে।

উন্নত দেশগুলো থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। কোভিডজনিত অর্থনৈতিক সংকটে ধনী দেশগুলোর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে, যা প্রায় সব দেশের প্রবৃদ্ধিকে ক্রমাগত নিম্নমুখী অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এ সংকটের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। উল্লিখিত কারণের পাশাপাশি বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া এবং যুদ্ধজনিত কারণে সাপ্লাই চেইন ভেঙে যাওয়ায় একের পর এক দেশ দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। ২০২৩-এর শুরুতে আইএমএফ কোভিড মহামারির প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত কারণে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ মন্দার কবলে পড়বে মর্মে পূর্বাভাস দেয়।

এর সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিশ্বব্যাংক 'গোবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাসে' সতর্ক করে বলেছে যে, বিশ্ব একটি বড় অর্থনৈতিক মন্দার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এবং এটি ২০২৩ সাল থেকে শুরু হবে, যার ফলে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশে নেমে যাবে। গেল বছরের মাঝামাঝি সময়ে সংস্থাটি ২০২৩ সালের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করেছিল। মন্দা শুরু হলে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনও হ্রাস পাবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতার কারণে দ্রুত রিজার্ভ কমতে থাকবে, জীবনদায়ী ওষুধ এবং খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করা দুষ্কর হবে। ফলে কোনো কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

নতুন করে করোনা ছড়িয়ে পড়লে এবং চলমান যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে কিংবা ইউরোপ ও এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেলে বিশ্বমন্দার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী এ অর্থনৈতিক সংকট বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে দেবে বলে সবাই আশঙ্কায় আছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির গতিধারাসহ বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপির পরিমাণ আগের প্রক্ষেপণের চেয়ে ৬ শতাংশ কম হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্বমন্দার প্রভাব কেমন হবে?

বিশ্বব্যাপী যে মন্দা দেখা দেবে, তার কমবেশি কিছু আঁচড় আমাদের অর্থনীতির ওপর পড়বে এটি অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, মন্দার প্রভাবে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.২ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা হবে ৬.২ শতাংশ। তবে এটিও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ বিশ্বসংস্থাগুলোর প্রক্ষেপণের তুলনায় সব সময় ভালো করেছে। এসব সংস্থার প্রক্ষেপণকে ভুল প্রমাণিত করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

২০০৮-২০০৯ সালে সংঘটিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থনীতিতে কোভিড-১৯-এর প্রভাবও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়ে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার ধরে রেখেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ হার বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। এ অর্জন ও সফলতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত এবং প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফসল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে কোভিডের অভিঘাত থেকে অর্থনীতি যখন সামলে উঠে অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সেই অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করছে।

এ কথা অনস্বীকার্য, যদি কোভিড মহামারি দ্বারা বিশ্ব আক্রান্ত না হতো এবং যুদ্ধ এসে বিশ্ব অর্থনীতিকে টালমাটাল না করত, তাহলে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপরে অর্জন করতে সক্ষম হতো।

মন্দার মোকাবিলায় সর্বাগ্রে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বাংলাদেশকে হতে হবে, সেটি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো থেকে পরিত্রাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের তরফে বলা হচ্ছে, উন্নয়নশীল ও বিকাশমান দেশগুলো তাদের অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান থাকবে না, যে কারণে উৎপাদন হ্রাস পাবে। কোভিডের শুরু থেকে এসব দেশে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় এবং বিনিয়োগ সংকটের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা আসন্ন সংকটের কারণে আরও প্রকট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এ বিশ্বমন্দার ক্ষতিকর আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়, যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ধনাত্মক ধারায় প্রবহমান। জানুয়ারি ২০২৩-এ রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে, যা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে।

এখানে উল্লেখ্য, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে আমাদের রিজার্ভ সংকটের অভিঘাতে নিপতিত হতে হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্জিত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব অটোয়া, কানাডার সিনিয়র ফেলো সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ' শীর্ষক এক গবেষণায় টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের সামনে কয়েক ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ানো, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও অভিযোজন ইত্যাদি। এ চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের 'গে-াবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাসে' বর্ণিত চ্যালেঞ্জের মিল দেখা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অথবা গবেষণাপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জগুলো সর্বাংশে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন নয়। তবে আসন্ন মন্দা আমাদের অর্থনীতিকে ধাক্কা দেবে সেটা অনুমেয় এবং এটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০-এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উল্লিখিত প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্রে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে অন্যতম হলো-বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং কূটনীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন, বেসরকারি খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ঋণ সহায়তার পরিবর্তে অংশীদারত্ব এবং উন্নয়ন বিনিময়। ব্যবসায়ী সমাজ এবং অর্থনীতিবিদরাও নানারকম পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করছেন। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য সরকারের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির এ সংকটকালে সরকারের পক্ষ থেকে নানারূপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, সরকারের একক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা একটি অসম্ভব চিন্তা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব এবং বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে রিজার্ভের ওপর একটি বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এফডিআই বৃদ্ধি করেও ডলার প্রবাহ বাড়ানো যায়। এফডিআই বাড়ানোর ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বড় বড় বিনিয়োগ প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগ দ্রুত রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়ক। পিপিপি পাইপলাইনে বেশকিছু প্রকল্প চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে নিয়ে আসা গেলে দেশে ডলার প্রবাহ বাড়বে। কিছু প্রকল্প থমকে আছে, যা বেগবান করা গেলে দ্রুতই বাস্তবায়ন সম্ভব। ভৌত অবকাঠামোসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতায় ধনাত্মক প্রকল্প রয়েছে, যেগুলো পিপিপিতে বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের বাজেট কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ সহায়তার বাইরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

হঠাৎ আলোচনায় জুবাইদা রহমান

সিলেট অফিস : দীর্ঘ অসুস্থতা এবং আইনি বাধ্যবাধকতায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বর্তমানে রাজনীতির মাঠের বাইরে রয়েছেন। এ কারণে দল পরিচালনায় কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন না তিনি। ফলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি দল পরিচালনা করছেন। তবে দুজনই একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত। দুই বছরের বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ায় আইন অনুযায়ী দুজনই নির্বাচনে অযোগ্য বিবেচিত হবেন বলে মনে করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। এমন পরিস্থিতিতে দলে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণে তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান বিকল্প হতে পারেন বলে অনেকেরই ধারণা। এমন গুঞ্জন রাজনীতিতে বহুদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু জুবাইদা রহমান এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় নন, অতীতেও ছিলেন না। বিএনপি নেতাদের দাবি, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দল বর্তমানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিএনপি এখন অত্যন্ত সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। সাম্প্রতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সেটা প্রমাণিতও হয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল সর্বত্রই নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা থাকতেই পারে। তবে সেটা আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে নেই। তারেক রহমান আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তার নেতৃত্বে দল পরিচালিত হচ্ছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তার নেতৃত্বে আন্দোলন চলমান রয়েছে। আমরা আশাবাদী, জনসম্পৃক্ত চলমান আন্দোলনে বর্তমান সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জুবাইদা রহমানের জন্ম সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়। তার বাবা রিয়ার অ্যাডমিরাল প্রয়াত মাহবুব আলী খান সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকারে তিনি যোগাযোগ ও কৃষি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগ দেন জুবাইদা রহমান। পরে প্রেষণে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এমডি কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি হন তিনি। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। এরপর সেনা সমর্থিত ওয়ান-ইলেভেন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে ডা. জুবাইদাকে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বদলি করা হয়েছিল। ওই ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময় ২০০৭ সালে গ্রেপ্তার হন তারেক রহমান। ২০০৮ সালে জামিনে কারামুক্তির পর শিক্ষাছুটি নিয়ে তারেক রহমানের চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান ডা. জুবাইদা। স্বামী তারেক রহমান ও একমাত্র মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানকে নিয়ে বর্তমানে সেখানেই অবস্থান করছেন। লন্ডনে থাকা অবস্থায় যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন থেকে কার্ডিওলজিতে তিনি এমএসসি সম্পন্ন করেন বলে জানা যায়। তবে দেশে কর্মস্থলে ৫ বছরের বেশি অনুপস্থিত থাকায় ২০১৪ সালে সরকারি চাকরি হারান ডা. জুবাইদা।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৭টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে দুটিতে সাজা হয়েছে। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ১০ বছর এবং জিয়া

চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ৭ বছর সাজাপ্রাপ্ত হন তিনি। অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান খালেদা জিয়া। পরে পরিবারের আবেদনে সরকারের নির্বাহী আদেশে শর্তসাপেক্ষে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সাময়িক কারামুক্ত হওয়ার পর থেকে গুলশানের ভাড়াবাসা ফিরোজায় রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন আদালতে দুই ডজনের বেশি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে মুদ্রা পাচারের মামলায় ২০১৩ সালে প্রথম রায়টি হয় এবং তাতে খালাস পেয়েছিলেন তারেক রহমান। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিলের পর হাইকোর্টের রায়ে ৭ বছরের দণ্ডাদেশ হয়। এর পাঁচ বছর পর ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারিতে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় মায়ের সঙ্গে তারেকেরও কারাদণ্ডের রায় হয়। তারেক রহমানের ১০ বছর সাজা হয়। এরপর ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় ২০১৮ সালের অক্টোবরে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তবে বিএনপির দাবি, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী, দুই বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য হবেন। সেইসঙ্গে সাজা ভোগ শেষে পাঁচ বছর পার করার পরই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণে তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান দলের হাল ধরবেনড়রাজনীতিতে এমন কথা বহুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জুবাইদা রহমান বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেডআরএফ) অরাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোতে বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রাম হলে সেখানে তিনি ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এর বাইরে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার কোনো অংশগ্রহণ নেই। গত ৩ ফেব্রুয়ারি জেডআরএফ আয়োজিত ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন ডা. জুবাইদা, যিনি সংগঠনটির ওভারসিজ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা। একই অনুষ্ঠানে তারেক রহমান তার বক্তৃতায় ডা. জুবাইদার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এদিকে ডা. জুবাইদা রহমান ভবিষ্যতে বিএনপির রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে পারেনড়এমন খবরে ২০১৬ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে জুবাইদার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'সে (জুবাইদা) শিক্ষিতা এবং ভালো বংশের মেয়ে। সে রাজনীতিতে এলে ভালোই হবে।'

অবশ্য রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হলেও ডা. জুবাইদাকে ইতোমধ্যেই দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় পড়তে হয়েছে। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালে কাফরুল থানায় তারেক রহমান, জুবাইদা রহমান ও তারেকের শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে এই মামলা করে দুদক। আগামী ২৯ মার্চ এই মামলায় তারেক রহমান ও জুবাইদার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি হবে। তবে বিএনপি বলছে, শুধু জিয়া পরিবারের পুত্রবধূ হওয়ায় ডা. জুবাইদা সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

বিএনপির রাজনীতিতে ডা. জুবাইদার সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী বলেন, ডা. জুবাইদা রহমান বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন কিনা, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে জুবাইদা রহমানকে যদি এ মুহূর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হবে। অবশ্য জুবাইদা রহমানের অভিজ্ঞতা নিয়ে হয়তো অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, জুবাইদা রহমানের রক্তে রাজনীতি প্রবাহিত। তার দাদা খুব সম্ভবত অবিভক্ত আসামের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন। ওই বাড়িতে অবিভক্ত ভারতের পাঁচজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ছিলেন। একদিকে আমলাতান্ত্রিক ব্লাড, অন্যদিকে রাজনৈতিক ব্লাড। আর বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে গুণটা সবচেয়ে বেশি থাকা দরকার, সেই সততার দিকটিও তার মধ্যে রয়েছে। যদিও তার বিরুদ্ধে একটা মামলা হয়েছেড়সেটা রাজনৈতিক মামলা।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, ইনোভেটিং (উদ্ভাবনী) কথাবার্তায় অনন্য ডা. জুবাইদা। বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময় গ্রেপ্তার হয়ে যখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন তার (জুবাইদা) একটি কথায় সেটা প্রমাণিতও হয়। নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তখন তিনি (জুবাইদা) বলেছিলেনড়আপনারা এখানে ভিড় করবেন না, আপনারা চলে যান। কী করতে হবেড়সে ব্যাপারে তিনি (তারেক রহমান) পরে সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কথাটা বলার যে বিচক্ষণতা, সেটাও আমি তখন তার মধ্যে দেখেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক এই অধ্যাপক বলেন, ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) সঙ্গে আলোচনা করে তারেক রহমান যদি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেটা হবে বেস্ট ডিসিশন। কিন্তু সেটা পারেন কিনা, সেটা হলো প্রশ্ন। যদি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা জোয়ারের সৃষ্টি হবে। যেই মামলা দিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে, দেশে এসে যদি তিনি (জুবাইদা) অ্যারেস্টও হন, বিএনপির নেতাকর্মী বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তৃণমূলে একটা নবজাগরণ সৃষ্টি হবে। তখন ওপরের সারির নেতারাও তার বিরোধিতা করার সাহস পাবেন না।

কমলগঞ্জে ১ টাকায় ডাক্তারি পরামর্শ প্রকল্পের উদ্বোধন

কমলগঞ্জ সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চা শ্রমিকসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ১ টাকায় ডাক্তারী পরামর্শ প্রকলেপর উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও হীড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় মঙ্গলবার দুপুরে সম্মেলন কক্ষে মাটির ব্যাংকে ১ টাকা জমা দিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূলের মানুষের জন্য ১টাকায় ডাক্তারী পারামর্শ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিফাত উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মো. রফিকুর রহমান, সভাপতি এম, মোসাদ্দেক আহমেদ মানিক, ওসি সঞ্জয় চক্রবর্তী, ইউপি চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ বদরুল, ইউপি চেয়ারম্যান আসিদ আলী ও ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল। এসময় বক্তব্য রাখেন হীড বাংলাদেশের লিয়াজোঁ অফিসার নূরে আলম সিদ্দিকী, সাংবাদিক শাব্বির এলাহী প্রমুখ।

নির্বাহী অফিসার সিফাত উদ্দিন বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে সপ্তাহে ১ দিন ১ ঘন্টা করে বিভিন্ন ইউনিয়নে ১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের উপস্থিতিতে ডাক্তারি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হবে এবং চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে সেমিনার এর আয়োজন থাকবে।

মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান বলেন, ১ টাকায় চিকিৎসা সেবা একটি মহৎ উদ্যোগ, চিকিৎসা সেবা সকল মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবার স্বীকৃতি দিয়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অপরিহার্য।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ওজন কমানোর উপায়

ডা. মো. তৌফিকুর রহমান ফারুক

ওজন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন? স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন এবং খাদ্যাভ্যাসে ওজন ঠিক থাকে। যারা জাঙ্কফুডে অভ্যস্ত তাদের ওজন বেশি হয়ে থাকে।

ক্যালরি হচ্ছে ওজন পরিমাপের উপায়। যদি ওজন কমাতে হয় তবে প্রতিদিন যে পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয় তার থেকে কম পরিমাণ ক্যালরি সমপরিমাণ খাবার খেতে হবে অর্থাৎ কম ক্যালরি খেতে হবে বা কম ক্যালরিযুক্ত খাবার পরিমাণমতো খাওয়া যাবে।

সে ক্ষেত্রে কোন কোন খাবারে ক্যালরি কম থাকে তা জানতে হবে ও সে অনুযায়ী কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে হবে। না খেয়ে বা খুব কম খেয়ে ওজন কমাতে গেলে দেখা যায় কিছু দিন বা কয়েকদিন পরই প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে এই পদ্ধতি বাদ দেয় ও আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাই ওজন কমাতে কিছু টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা নিম্নরূপ-

প্রোটিন জাতীয় খাবারে ক্যালরি কম

খাবারে প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি খেয়ে ওজন কমানোর পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ, কার্যকরী, মুখরোচক, বৈজ্ঞানিক ও কম কষ্টের। প্রোটিন জাতীয় খাবার খেলে অল্প খাবারে তাড়াতাড়ি তৃপ্তি আসে অর্থাৎ ক্ষুধার অনুভূতি তাড়াতাড়ি কমে এবং আমাদের শরীরের মেটাবলিক রেট বা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার হার বাড়ে, কারণ প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার হজম করতে ও মেটাবলিজম হতে বা খাবার ভেঙে শক্তি উৎপাদনে বা অন্যান্য কাজে অনেক বেশি শক্তি ব্যয় হয়।

প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার হজম বা মেটাবলিজমে বেশি শক্তি অর্থাৎ ৮০-১২০ ক্যালরি শক্তি বেশি ব্যয় হয়। একজন ব্যক্তি যদি খাবারের ৩০ ভাগ প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় তবে সে প্রতিদিন ৪৪১ ক্যালরি সমপরিমাণ খাবার কম গ্রহণ করল।

তাই খাবারে পরিমিত পরিমাণ প্রোটিন যোগ করে একদিকে যেমন শরীরে ক্যালরি কম প্রবেশ করে তেমনি ক্যালরি খরচও বেশি হয়। প্রোটিন জাতীয় খাবার আমাদের ক্ষুধার তীব্রতা

কমিয়ে দেয়।

যারা ডায়েট করেন ও না খেয়ে ওজন কমাতে চান তাদের মাঝেমাঝে তীব্র ক্ষুধার অনুভূতি হয়, ফলে তারা আর না খেয়ে থাকতে পারেন না, ফলে ওজন কমানো কঠিন হয়ে পড়ে ও আবার ওজন আগের মতোই বাড়তে থাকে। প্রোটিন জাতীয় খাবার এ ধরনের হঠাৎ ক্ষুধার তীব্র অনুভূতি কমিয়ে দেয়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, খাবারে যদি ২৫ ভাগ প্রোটিন বা আমিষ থাকে তবে এই প্রোটিন বা আমিষ মস্তিষ্কে খাবারের চিন্তা ৬০ ভাগ কমিয়ে দেয় ও রাতের গভীরে বা ভোর রাতে স্নাক্স বা নাস্তা খাবার ইচ্ছা বা প্রবণতা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেয়।

তাই যদি কেউ ওজন কমোনোর কর্মসূচি কার্যকরী ও টেকসই বা স্থায়ী করতে হয় ও কম কষ্টে ওজন কমাতে চায় তবে খাবারে কমপক্ষে ৩০ ভাগ প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার রাখতে হবে, এটা ওজন কমানোর পাশাপাশি ওজন যাতে আবার না বাড়ে তা নিশ্চিত করবে।

সুগারযুক্ত কোমল পানীয় ও ফলের রস বর্জন করতে হবে

সোডা, ফলের রস, চকোলেট দুধ ও অন্যান্য কোমল পানীয় যেমন কোকাকোলা, ফান্টা, মিরিন্ডা, পেপসি যেখানে অতিরিক্ত চিনি বা সুগার যোগ করা হয় তা ক্ষতিকর ও বর্জনীয়, কারণ সুগার বা চিনির মাধ্যমে আমাদের শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি ঢোকে ও তা আমাদের ওজন বাড়ায়।

বাচ্চাদের ওজন বাড়াতে বা মোটা হওয়ার রিস্ক ৬০ ভাগ বেড়ে যায় যদি প্রতিদিন সুগারযুক্ত কোমল পানীয় পান করে। ওজন বাড়ার পাশাপাশি এ সুগারযুক্ত কোমল পানীয় নানাবিধ রোগ তৈরি করে।

প্রাকৃতিক জুস বা ফলের রস স্বাস্থ্যকর কিন্তু জুসের সঙ্গে যদি অতিরিক্ত চিনি যোগ করা হয় তবে তা ক্ষতিকর। এসব সুগারযুক্ত পানীয়ের আসলে কোনো লাভজনক দিক তো নেয়ই বরং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর।

বেশি করে পানি পান করলে ওজন কমে

ওজন কমানোর জন্য অন্যতম ট্রিক হচ্ছে প্রতিদিন বেশি পরিমাণ পানি পান করা। বেশি পরিমাণ পানি পান করলে শরীরের অতিরিক্ত ক্যালরি খরচ হয়। প্রতিদিন ৪ গাস বা ২ লিটার পানি পান করলে ৯৬ ক্যালরি শক্তি অতিরিক্ত খরচ হয় কোনো কায়িক পরিশ্রম ছাড়াই।

তাছাড়া খাবার আগে খালি পেটে পানি পান করলে তাতে পেট আংশিক ভর্তি হবে এবং ক্ষুধা কমবে ও কম পরিমাণ খাবারে পেট ভরে যাবে, তাতে অটোমেটিক্যালি কম ক্যালরি শরীরে ঢুকবে।

১২ সপ্তাহব্যাপী এক গবেষণায় দেখা গেছে খাবার ১-২ ঘণ্টা আগে ১-২ লিটার পানি খেলে ৪৪ ভাগ বেশি ওজন কমে, তাই ওজন কমানোর জন্য স্বাস্থ্যকর ও কম ক্যালরিযুক্ত খাবারের পাশাপশি বেশি পরিমাণে পানি পান করা কার্যকরী। যেসব পানীয় ক্যাফেইনযুক্ত যেমন গ্রিন টি, কফি স্বাস্থ্যক ও ওজন কমাতে সহায়ক কারণ এ পানীয়গুলো শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি খরচ করতে সাহায্যকারী।

নিয়মিত ব্যায়াম করা

আমরা যখন কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাই, তখন আমাদের শরীর শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চায়, শক্তি কম খরচ করে শক্তি জমা রাখতে চায়। তাই দীর্ঘমেয়াদি ওজন কমান কর্মসূচি বা ডায়েটিং করলে বা কম খেলে আমাদের শরীরে মেটাবলিকজনিত বা শারীরবৃত্তীয়জনিত ক্যালরি খরচ কমে যায়।

তাছাড়া এতে আমাদের শরীরের মাংসপেশীগুলো শুকিয়ে যায়, তাই ওজন কমানোর জন্য বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার কম খাওয়ার পাশাপাশি মাংসপেশী ঠিকভাবে রাখার জন্য ভারোত্তোলন বা ওজন লিফটিংও করতে হবে, এতে মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ হবে ও মেটাবলিক কার্যক্রম ঠিক থাকবে।

তাই ওজন কমানোর জন্য আমরা শুধু শরীরের চর্বিই কমাতে চাইব না, আমাদের শারীরিক গঠনও যাতে ঠিক থাকে, আমাদের যাতে দেখতে অসুন্দর না লাগে, শুকনা শুকনা না লাগে, বরং দেখতে ভালো যাতে লাগে। ওয়েট লিফটিংয়ের পাশাপাশি নিয়মিত এরোবিক ব্যায়াম যেমন হাঁটা, সাঁতার কাটা ও জগিং করতে হবে।

রিফাইন্ড সুগার ও কার্বোহাইড্রেট কম খেতে হবে

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবারে প্রচুর ক্যালরি থাকে, তাই খাবারে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন ভাত, রুটি, আলু, চিনি, মিষ্টি, মধু, কোমল পানীয় কম খেতে হবে।

গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে কম ক্যালরিযুক্ত খাবার অর্থাৎ কম কার্বোহাইড্রেট ও কম চর্বিযুক্ত খাবার ওজন কমাতে ২-৩ গুণ অধিক কার্যকর। তাছাড়া কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার অন্যান্য রোগ যেমন ডায়াবেটিস, মেটাবলিক সিন্ড্রোম রোগ প্রতিরোধ করে, তবে ফাইবারযুক্ত কমপ্লেক্স বা জটিল কার্বোহাইড্রেট যেমন ঢেঁকিছাঁটা লাল চাল শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী।

হাত-পা জ্বালাপোড়া করলে

এম ইয়াছিন আলী

অনেক রোগী আমাদের কাছে আসে তাদের হাত ও পায়ের তালুতে জ্বালা পোড়া অনুভূত হয়, বিশেষ করে রাতে বিছানায় গেলে সমস্যাটা বেশী দেখা যায়, এমনকি শীতের রাতেও হাত ও পা কম্বল বা লেপের ভিতরে রাখতে পারেন না বাহিরে রাখতে হয়। এর মধ্যে বেশীর ভাগই মহিলা।

অনেকগুলি কারনে আমাদের শরীরে বিশেষ করে হাত ও পায়ের তালুতে জ্বালা পোড়া অনুভূত হতে পারে। যেমন –

(১) স্নায়ু জনিত কারণ- আক্রান্ত অংশের স্নায়ুর উপর চাপ লেগে থাকলে,

(২) হরমোন জনিত কারনে – বিভিন্ন ধরনের হরমোন আমাদের শরীরের নিয়ন্ত্রন করে থাকে বিশেষ করে মহিলাদের মেনোপোজ পরবর্তী সময়ে শরীরে হরমোনের তারতম্য ঘটে তখন এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

(৩) ডায়বেটিস জনিত কারনে – যারা দীর্ঘদিন যাবত ডায়বেটিস রোগে ভূগছেন বা ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রনে থাকে না এই সব রোগীদের পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বা ডায়বেটিক নিউরোপ্যাথি দেখা যায়।

(৪) ভিটামিন বা মিনারেলের অভাবে – কিছু কিছু ভিটামিন বা মিনারেলের অভাবে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যেমন– থায়ামিন, পাইরিডক্সিন, সাইনোকোবালসিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি ইত্যাদির অভাবে অনেক সময় হাত ও পায়ের তালুতে জ্বালা পোড়া অনুভব করতে পারে।

করণীয় :

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করা, এক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর ইতিহাস জেনে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা - নিরীক্ষা করার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

ফুসফুসের ক্যান্সার প্রতিরোধই সমাধান

পোস্ট ডেস্ক : ফুসফুসের ক্যান্সারের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। শুরুতে শনাক্ত করে চিকিৎসা নিলে জটিলতা এড়ানো যায়। বিশ্বব্যাপী পুরুষের মৃত্যুর প্রথম কারণ ফুসফুসের ক্যান্সার, আর নারীদের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় কারণ।

ধরন

টিউমার ক্যান্সার কোষের ভিত্তিতে ফুসফুসের টিউমার ক্যান্সারকে স্মল ও নন-স্মল সেল এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো হলো স্কোয়ামাস, এডিনোকরলিনোমা ও লার্জ সেল।

কারণ

♦ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান (৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী)
♦ তামাকজাত দ্রব্য সেবন, পান-সুপারি, জর্দা ইত্যাদি গ্রহণ
♦ ঘন ঘন ফুসফুসের সংক্রমণ
♦ নিকেল, ক্রোমিয়াম ও জৈব পদার্থ, বেনজিন, বেনজোপাইরিন বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ
♦ পেট্রোলিয়াম কেমিক্যাল বা রাবার কারখানায় কাজের প্রভাব
♦ বংশে কারোর এই ক্যান্সার থাকা
♦ পরিবেশদূষণ
♦ অন্যের দ্বারা উৎপাদিত ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া ইত্যাদি

চিকিৎসা

সার্জারি : ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য সার্জারি হলো অন্যতম প্রধান চিকিৎসা। সার্জারি নির্ভর করে ক্যান্সার টিউমারের ধরন, আকৃতি, অবস্থান এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর। ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে সার্জারির মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ টিউমার অপসারণ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অসুখের মাঝামাঝি পর্যায়েও সার্জারি করা হয়। আবার সার্জন সম্পূর্ণ ফুসফুসটিও অপসারণ করতে পারেন।

কেমোথেরাপি : এতে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ সংকুচিত বা ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়। তবে অতিরিক্ত বমি ভাব, চুল পড়া, ওজন হ্রাসসহ এর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

টার্গেটেড থেরাপি : টার্গেটেড থেরাপি হলো এক ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসা, যা

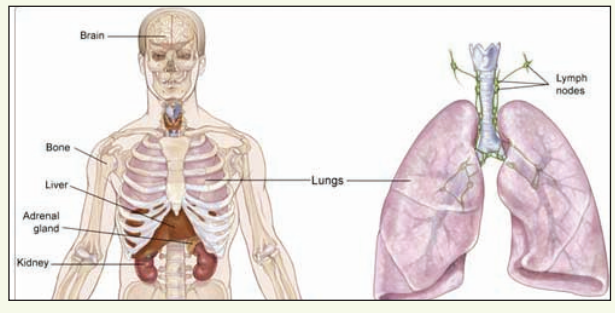

ওষুধ বা অন্যান্য পদার্থ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ক্যান্সার কোষগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারে। ফলে ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি, বিভাজন ও ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রতিরোধে করণীয়

ফুসফুসের ক্যান্সার সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। তবে প্রতিরোধযোগ্য। অর্থাৎ আগেভাগে সচেতন হলে এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়।

♦ ধূমপান পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে। ধূমপান করে এমন ব্যক্তির সংস্পর্শও এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা পরোক্ষ ধূমপানও এর জন্য দায়ী। ধূমপায়ীদের উচিত ফুসফুসের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করা। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে জটিলতা কমানো যায়।
♦ গড়ে তুলুন সঠিক খাদ্যাভ্যাস। সবুজ তাজা শাক-সবজি ও ফলমূল নিয়মিত খান।
♦ শিল্প-কারখানা, গাড়ির নির্গত কালো ধোঁয়া থেকে বিরত থাকুন।
♦ ক্রোমিয়াম, এসবেস্টস, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলুন। এসব পদার্থ রয়েছে এমন পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
♦ যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যাজমা ইত্যাদি হলে দ্রুত চিকিৎসা করান। এসব রোগের কারণে ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

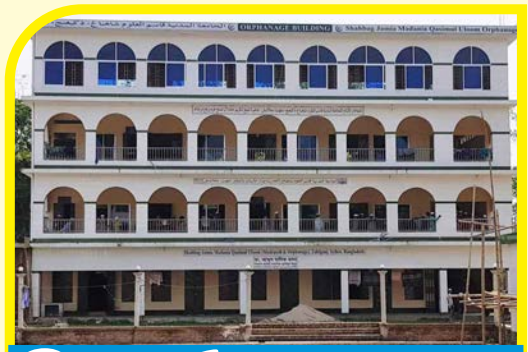
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

দেশে অর্থ সংকটে বেশির ভাগ প্রকল্পের কাজ স্থবির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলমান অর্থ সংকটে শুধু বেসরকরি খাত নয়, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নানা কারণে সরকারের বেশির ভাগ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হয়। সাধারণত মেয়াদ বাড়লে প্রকল্পের খরচও বাড়ে। তবে এবার অর্থ সংকট প্রবল হওয়ায় সরকারের প্রকল্প ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাবে। কারণ, সময়মতো অর্থছাড় করতে না পারলে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়বে, আর মেয়াদ বাড়লে ব্যয়ও বাড়বে। এমন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনাসংক্রান্ত এক সভায় বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে ৪৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বেশির ভাগ সিনিয়র সচিব ও সচিব এ সভায় যোগ দেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৫৬ হাজার ৩ কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়নের লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৯৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার কথা। সাধারণত এ ধরনের সভায় টাকা খরচ করতে না পারার কারণে তোপের মুখে পড়েন প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা। কিন্তু এবার দেখা গেছে উলটো চিত্র। অর্থাৎ সভায় অংশ নেওয়া সিনিয়র সচিব ও সচিবরা জানিয়েছেন, তাদের সক্ষমতা থাকলেও টাকা পাচ্ছেন না। এ কারণে প্রকল্পে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় অনেক প্রকল্পই যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না। এমন পরিস্থিতিতে মেয়াদ এবং ব্যয় দুটিই বাড়তে পারে। কিন্তু সভায় এই সমস্যার কোনো সুরহা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, সংকটকালীন প্রকল্পের ক্যাটাগরি ভাগ করায় অনেক প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃচ্ছ সাধনের কারণেও কিছু কিছু প্রকল্প প্রয়োজনমতো বরাদ্দ পাচ্ছে না। তবে মেগা প্রকল্পগুলোয় বরাদ্দের কোনো সংকট নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে মেয়াদ বাড়লে অবশ্যই ব্যয়ও বাড়বে। এর কোনো বিকল্প নেই।

এদিকে সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণে এমটিবিএফ (মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো) অনুসরণ করা উচিত ছিল। বর্তমানে যেসব প্রকল্প চলমান, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী তিন অর্থবছর নতুন প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা চলছে। তাই আমাদের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের ঋণ আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

সূত্র আরও জানায়, ওইদিন সভায় ৪৩টি মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সেখানে জানানো হয়, এর আগে ১৩ ডিসেম্বর এডিপিতে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি) সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকে অর্থ সংকটের বিষয়টি উঠে আসে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রকল্পগুলোর ক্যাটাগরি নির্ধারণের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। তাই যেসব প্রকল্প জুনের মধ্যে সমাপ্ত হবে-সেসব প্রকল্পও 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয়েছে।

সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমিন জানান, চলতি অর্থবছরে এডিপিতে তার মন্ত্রণালয়ের মোট ৭টি প্রকল্প চলমান আছে। এসব প্রকল্প বিদেশি মিশনে বাস্তবায়নাধীন। এ অর্থবছরে চলমান সব প্রকল্পই 'বি' ক্যাটাগরির। ফলে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও প্রয়োজনীয় সমুদয় কাগজপত্র দেশে এনে কার্যক্রম সম্পন্ন করা অথবা জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুল ইসলাম বলেন, 'আমার মন্ত্রণালয় ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে চারটি প্রকল্পে সমস্যা আছে। বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), গ্রামীণ মাটির রাস্তাগুলো টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিংবন্ড এইচবিবিকরণ (২য় পর্যায়) এবং মুজিব কিল্লা নির্মাণ-সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প ৩টি সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন হবে না। এছাড়া ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রেহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্টটির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক থেকে যথাসময়ে অর্থ পেলে তবেই নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যাবে।'

সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৩টি প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে ২০টি প্রকল্প জুনের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্ধারিত। কিন্তু এসব প্রকল্পের অধিকাংশই 'বি' ক্যাটাগরির। ফলে এ অর্থবছর বরাদ্দ দেওয়া অর্থের বেশির ভাগই অব্যয়িত রয়েছে।

ওই সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহসানে এলাহী বলেন, প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় ৫০ শতাংশ কমানোর কারণে প্রশিক্ষণধর্মী প্রকল্পগুলো স্থবির হয়ে আছে। এছাড়া অনেক 'সি' এবং 'বি' ক্যাটাগরির প্রকল্পে আইবাস কোড ব্লক করা হয়েছে। ফলে সক্ষমতা থাকার পরও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। 'বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরির প্রকল্পগুলোয় অর্থছাড় না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া হলেও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রসঙ্গত, অর্থনৈতিক সংকটের শুরুতেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো 'এ', 'বি' ও 'সি' ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। এগুলো কোনোটিতে বরাদ্দ স্থগিত, কোনোটির ৭৫ শতাংশ ব্যয় করার সুবিধা এবং কোনোটি শতভাগ ব্যয়ের সুবিধা দেওয়া হয়। এছাড়া পরবর্তী সময়ে সব প্রকল্পেই বিভিন্ন খাতে ব্যয় সীমিত করা হয়। ফলে দেখা দেয় স্থবিরতা।

রিজার্ভ চুরি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ৪ এপ্রিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৪ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আদালত। মঙ্গলবার এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এ দিন মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এ আদেশ প্রদান করেন।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়ে যায়। স্থানান্তরিত এসব টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় একই বছরের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপ-পরিচালক জোবায়ের বিন হুদা বাদী হয়ে মুদ্রা পাচার ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে মতিঝিল থানায় মামলা করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেত্রীর কাণ্ড!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ছাত্রলীগের সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরীর বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে হলে আটকে রেখে রাতভর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। সানজিদাসহ তার ৫/৬ জন সহযোগী ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে কিল, ঘুষি, চড়-থাপ্পড় ও শরীরে আলপিন ফুটিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। এছাড়া আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে।

রোববার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে এ ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এ ঘটনায় ইবি প্রশাসন চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শেখ হাসিনা হলের ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর রুমে গেস্ট হিসেবে উঠেন প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী। ছাত্রলীগ নেত্রী তাবাসসুমকে না জানিয়ে হলে উঠায় তাবাসসুম ওই ছাত্রীকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কিন্তু এতে কর্ণপাত না করায় ক্যাম্পাসে তাকে বকাবকি করেন ছাত্রলীগ নেত্রী তাবাসসুম। এরপর রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ছাত্রলীগের সহসভাপতি সানজিদা হলের গণরুমে ডেকে নিয়ে তার ৫/৬ সহযোগীসহ রাতভর ওই ছাত্রীর ওপর চালায় পৈশাচিক নির্যাতন। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ, আলপিন ফুটিয়ে শরীরে ক্ষতসৃষ্টি ও আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে ছাত্রলীগ নেত্রী সানজিদা। ঘটনাটি প্রকাশ করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী জানান, নির্যাতনের সময় পা ধরে বার বার মাফ চেয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। চরম নিরাপত্তাহীনতায় তিনি ক্যাম্পাস ছেড়েছেন। তার স্বাভাবিক চলাফেরা ও পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে প্রক্টর, হল প্রভোষ্ট ও ছাত্র উপদেষ্টার কাছে ভুক্তভোগী ছাত্রী লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শাহাদৎ হোসেন আজাদ।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেত্রী সানজিদা চৌধুরী জানান, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওই মেয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে। কুচক্রী মহল ষড়যন্ত্র করছে বলে তার দাবি।

শেখ হাসিনা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শামসুল আলম জানান, ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা সেলিনা নাসরিন জানান, ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে তা খুবই দুঃখজনক। ভুক্তভোগী ছাত্রী অভিযোগ দিয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. মাহবুবুর রহমান জানান, ঘটনাটি শুনে মর্মাহত হয়েছি। তদন্তের পর দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

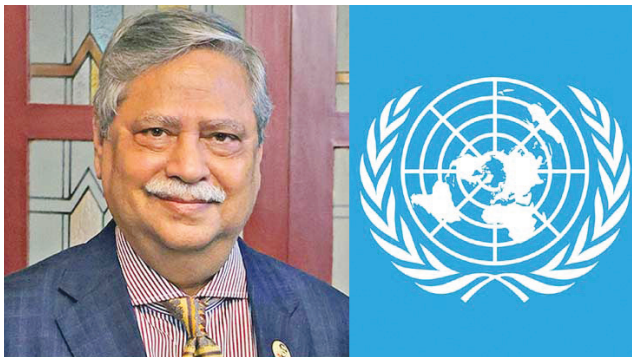

মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়ে যা বলল জাতিসংঘ

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে জাতিসংঘ।

মঙ্গলবার বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ অভিনন্দন জানায়।

বিবৃতিতে জাতিসংঘ বলেছে, আমরা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গণপ্রজাতন্ত্রের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাকে নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অভিনন্দন জানানো হয় বিবৃতিতে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি অর্জনে সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের অংশীদারিত্ব আরও বাড়বে বলে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়।

নিউজিল্যান্ডে জরুরি অবস্থা

পোস্ট ডেস্ক : ঘূর্ণিঝড় গাব্রিয়েলের প্রভাবে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্সের সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। দেশটির ইতিহাসে এটা জরুরি অবস্থা ঘোষণার তৃতীয় ঘটনা। ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত দেশটির উত্তরাঞ্চল। দুর্গত ওই এলাকায় বসবাস করেন

দেশটির মোট ৫০ লাখ মানুষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। নদীর তীর ভেঙে যাওয়ার পর নিরাপদের সন্ধানে বাড়িঘর থেকে সাঁতরাতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। বহু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে ছাদের ওপর থেকে। প্রায় আড়াই লাখ মানুষ রয়েছেন বিদ্যুতবিচ্ছিন্ন। গাছ পড়ে বাড়িঘর ধসে গেছে। ভূমিধসে ভেসে গেছে বহু বাড়ি। বন্ধ হয়ে গেছে অনেক রাস্তা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

নর্থ আইল্যান্ডের সবচেয়ে উত্তরে এবং পূর্ব উপকূলের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে আছে হকস বে, কোরোমান্ডেল এবং নর্থল্যান্ড এলাকা। একটি নদীর তীর ভেঙে যাওয়ার পর ওই অঞ্চলের একটি শহরের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েছে। হকস বে'র সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ বলেছে, ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতার সঙ্গে তারা সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না। সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেন।

ভারতে বিবিসি অফিসে তল্লাশির নেপথ্যে

পোস্ট ডেস্ক : ভারতে বিবিসির অফিসগুলোতে তল্লাশি চালিয়েছে আয়কর কর্তৃপক্ষ। তদন্তের অংশ হিসেবে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। এ অভিযানে পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানিয়েছে বিবিসি। কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে একটি সমালোচনামুলক তথ্যচিত্র প্রকাশ হয় ব্রিটেনে। এরপরই বিবিসির নয়া দিল্লি ও মুম্বই অফিসে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে জর্জ রাইট একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, ২০০২ সালে গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। তখন ওই রাজ্যে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় মোদির ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে ওই তথ্যচিত্র।

বিবৃতিতে বিবিসি বলেছে, আমরা আশা করছি, যত দ্রুত সম্ভব এই পরিস্থিতির সমাধান হয়ে যাবে।

'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' তথ্যচিত্রটি যদিও শুধু বৃটেনে টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু ভারতে এর অনলাইনে প্রচার বা শেয়ারিং বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটির সরকার। ভারত সরকারের বক্তব্য, তথ্যচিত্রটি 'ঔপনিবেশিক মানসিকতায়' তৈরি 'ভারত-বিরোধী প্রোপাগান্ডা ও আবর্জনা'।

গত মাসে ওই তথ্যচিত্র দেখার জন্য জড়ো হওয়া একদল শিক্ষার্থীকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। বিরোধী কংগ্রেস পার্টির সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল বলেছেন, মঙ্গলবারের এই তল্লাশি হতাশা তৈরি করছে এবং মোদি সরকার যে সমালোচনাকে ভয় পায়, সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনি টুইট করেছেন, আমরা এই ভয় দেখানোর কৌশলকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাই। এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী মনোভাব আর চলতে পারে না। তবে মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির একজন মুখপাত্র গৌরভ ভাটিয়া বিবিসিকে 'বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত এমন একটি দেশ- যা সব সংস্থাকেই সুযোগ দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিষ না ছড়ায়।

বিবিসির ওই তথ্যচিত্রে দেখানো হয়, মোদি কীভাবে রাজনীতিতে এসেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে কীভাবে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

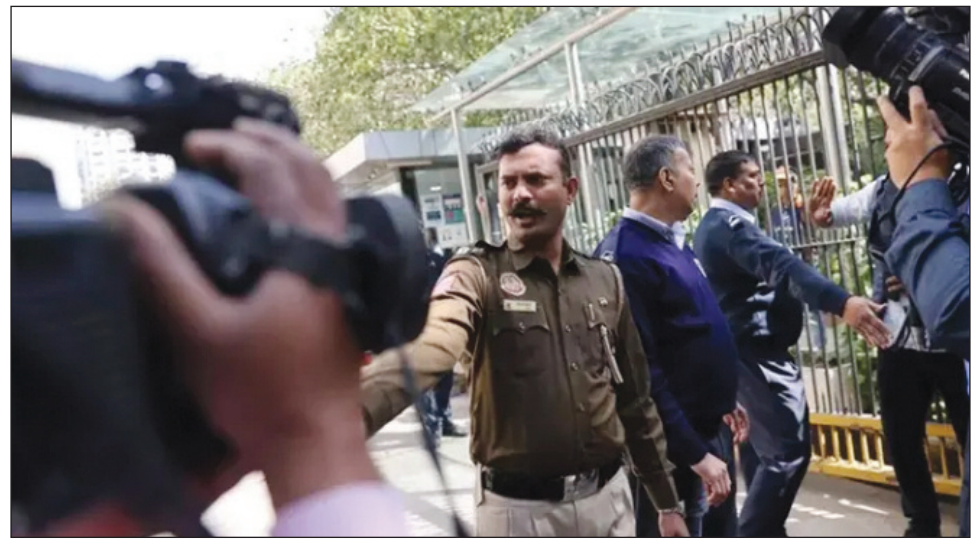

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিবিসির সংগ্রহ করা একটি অপ্রকাশিত প্রতিবেদন সেখানে তুলে ধরা হয়েছিল, যেখানে ধর্মীয় দাঙ্গা চলার সময় মোদির কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি রেলে আগুন লাগানোর পর অনেক মানুষ হতাহত হলে ওই দাঙ্গা শুরু হয়। পরের কয়েকদিনের সহিংসতায় এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হন, যাদের বেশিরভাগ মুসলিম। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মোদি সে সময় 'দায়মুক্তির পরিবেশ' তৈরি করার জন্য 'সরাসরি দায়ী' ছিলেন, যা সহিংসতাকে উস্কে দিয়েছিল। তখনকার ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র'র নির্দেশে করা একটি তদন্তের অংশ হিসাবে ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, 'সহিংসতার মাত্রা প্রকাশিত খবরের চেয়ে অনেক বেশি ছিল' এবং 'দাঙ্গার লক্ষ্য ছিল হিন্দু এলাকাগুলো থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা'।

মোদী দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছেন এবং দাঙ্গার জন্য কখনো ক্ষমা চাননি। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি প্যানেলও বলেছে, তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিবিসি বলেছে, ভারত সরকারের কাছে তথ্যচিত্রে তাদের বক্তব্য দেয়ার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা রাজি হয়নি। সেখানে 'নিরলস গবেষণা করা হয়েছে' এবং 'অনেকের বক্তব্য নেয়া হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বিজেপির লোকজনের প্রতিক্রিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।'

ভারতের এডিটরস গিল্ড বলেছে, এই তল্লাশির ঘটনায় তারা 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন'। এসব 'সরকারি নীতি বা সংস্থাগুলোর সমালোচনাকারী সংবাদ মাধ্যমগুলোকে ভয় দেখানো এবং হয়রানি করতে সরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার অব্যাহত প্রবণতার অংশ'। পার্লামেন্টে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের কাছে তথ্যচিত্রের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন , 'পৃথিবীর কোথাও আমরা নির্যাতনকে সমর্থন করি না'। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে, যেভাবে মোদির 'চরিত্রায়ন করা হয়েছে, তার সঙ্গে তিনি একমত নন'।

ভারতে সরকারের সমালোচনাকারী বিভিন্ন সংস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২০ সালে ভারতে কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে 'উইচ-হান্ট' বা প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে ভারত সরকার। বেসরকারি আরও কয়েকটি সংস্থার পাশাপাশি গত বছর অক্ষামেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে একত্রিত হয়ে মাঠে নামলেন হার্ভার্ড গবেষকরা

পোস্ট ডেস্ক : পৃথিবীর উষ্ণতা কমাতে এবং যাদের জীবন ইতিমধ্যেই সংকটে তাদের সহায়তা করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছেন হার্ভার্ডের একদল গবেষক। এবার তাদের অনুদান দিতে চলেছে হার্ভার্ডের সালাটা ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি বিভাগ। পাঁচটি গবেষণা খাতে এই অনুদান দেয়া হবে। প্রকল্পগুলিকে তিন বছরে ৮.১ মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রদান করবে যা হার্ভার্ড ল স্কুল, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল, হার্ভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল, গ্রাজুয়েট স্কুল অফ ডিজাইন, জন এ. পলসন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস এবং কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ ।

প্রকল্পগুলি পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত এবং বাংলাদেশের ফন্টলাইন গ্রুপ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সাথে জড়িত থাকবে। এছাড়াও ইউনিভার্সিটি অফ লাগোস, ইউনিভার্সিটি অফ ঘানা, সাউথ আফ্রিকার মুহোলি আর্ট ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, বার্কলে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া এবং ভারতের গুজরাটের অল ইন্ডিয়া ডিজাস্টার মিটিগেশন ইনস্টিটিউট এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত রয়েছে ।

দুটি প্রকল্প উষ্ণতা হ্রাসের উপর ফোকাস করে। তার মধ্যে যেমন রয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাস মিথেনের নির্গমন হ্রাস করার মতো কর্মসূচি। অবশিষ্ট উদ্যোগগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতিগুলিকে মোকাবেলার দিকে মনোনিবেশ করবে : পশ্চিম আফ্রিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি; ভারত ও বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের ধরণ এবং খরার পরিবর্তন এবং কয়লা, তেল এবং গ্যাস উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল মার্কিন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব।

সালাটা ইনস্টিটিউট জুন মাসে চালু হয়েছে এবং মেলানিয়া এবং জিন সালাটার ২০০ মিলিয়ন অনুদানের ওপর এটি নির্মিত । অক্টোবরে ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী সিম্পোজিয়ামের সময়, জিন সালাটা বলেছিলেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে, যদিও কাজটি কঠিন হবে এবং সমাজের সমস্ত দিক থেকে অবদানের প্রয়োজন হবে। হার্ভার্ডের জলবায়ু বিভাগের পরিচালক জিম স্টক বলেছেন যে পাঁচটি গবেষণা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করার জন্য এবং অর্থপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এমন প্রকল্পগুলিতে ফোকাস করার জন্য সালটার মিশনকে প্রতিনিধিত্ব করে। জিম বলেন , সালাটা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য হল জরুরী জলবায়ু চ্যালেঞ্জের বিষয়ে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি করা- মিথেন নির্গমন হ্রাস করা এবং জীবন বাঁচানো।

'নেট শূন্য' নিশ্চিত করা- কাজে করে দেখানো কঠিন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, "নেট-জিরো" নির্গমনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে ৮,৩০০টিরও বেশি কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রাণঘাতী ‘মারবার্গ’ ছড়ানোর আশঙ্কা

দেখা দিতে পারে।

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে ৭ দিনের মধ্যে রক্তক্ষরণের লক্ষণও দেখা দেয়। ইবোলার মতো মারবার্গ একটি ফিলোভাইরাস। ফলে বাদুড় থেকে মানুষের মধ্যে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে এর প্রাদুর্ভাব শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়।

অ্যাঙ্গোলা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ঘানা, গিনি, কেনিয়া, উগান্ডা এবং জিম্বাবুয়েতে অতীতে এই ভাইরাসের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন অনুযায়ী, মো. সাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

তিনি জানান, ‘ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়ে মো. সাহাবুদ্দিনের নামে দু’টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। ১৩ ফেব্রুয়ারি বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্র সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়েছে। সেক্ষেত্রে অপর মনোনয়নপত্রটি গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল না।’

দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর মাত্র একজনের মনোনয়নপত্র বৈধ থাকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী মো. সাহাবুদ্দিন, পিতা-মরহুম শরফুদ্দিন আনছারীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।’

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর প্রস্তাবক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও সমর্থক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিনকে মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ। দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ওইদিন নির্বাচন কমিশনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এর আগে ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে যায়। পরে তারা দলের প্রার্থী মো. সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে কমিশন কার্যালয়ে প্রবেশ করেন।

এর আগে ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় বারের মতো রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার নেন মো. আবদুল হামিদ। সেই অনুযায়ী তাঁর ৫ বছরের মেয়াদ আগামী ২৩ এপ্রিল শেষ হবে।

ইসি সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও জনসংযোগ শাখার পরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ‘রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষদিনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের কাছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে দু’টি মনোনয়নপত্র দাখিল করে। সংসদ সদস্য ওবায়দুল কাদের ও মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ দু’টি মনোনয়নপত্রেই প্রস্তাবক ও সমর্থক।’

মো. সাহাবুদ্দিন ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র সন্তানের জনক এবং তাঁর স্ত্রী প্রফেসর ড. রেবেকা সুলতানা সরকারের সাবেক যুগ্ম সচিব ছিলেন। মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন পেশায় একজন আইনজীবী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য। তিনি ১৯৪৯ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতিপূর্বে জেলা ও দায়রা জজ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে বিসিএস (বিচার) বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৯৫ সালে জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হন।

তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রণালয় নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতা-কর্মীর দ্বারা সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন এবং মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের অনুসন্ধানে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছাত্র জীবনে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে সংঘটিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর তিনি কারাবরণ করেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বশেষ জাতীয় কাউন্সিলে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্রিটেন ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বিমল

স্থানীয় বাসিন্দারা।

২০১১ সালে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হিসেবে লন্ডনে গিয়েছিলেন বিমল। কিন্তু তিন বছর পরে ওই কলেজের অনুমতি বাতিল করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। কলেজকে জানানো হয়, তারা বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্পন্সর করতে পারবে না। তার পরই বিপাকে পড়েন বিমল। ব্রিটেনে থাকার অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা লড়েন তিনি।

জানুয়ারি মাসেই সেই মামলার রায় বেরিয়েছে। বিমলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেআইনিভাবে এত দিন ব্রিটেনে বসবাস করেছেন তিনি। আগামী ২৮ দিনের মধ্যেই ব্রিটেন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন বিমল। কিন্তু মামলা লড়ার সামর্থ্য আর নেই তার। একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন তিনি।

২০২০ সালে কভিডের সময়ও একটি দোকানে কাজ করতেন বিমল। রোদারহাইটের ৫০টি দরিদ্র পরিবারকে বিনা মূল্যে খাবারের জোগান দিয়েছেন তিনি। এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিমলকে চিঠি দিয়েছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এবার তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে, বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না রোদারহাইটের স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে তার সমর্থনে এক লাখ ৭৫ হাজার মানুষের সই করা একটি পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। তাদের দাবি, বিমলকে যেন ব্রিটেনে থাকতে দেওয়া হয়।

চালু হচ্ছে আগরতলা-আখাউড়া রেলপথ

নরেন্দ্র মোদি জনসভায় বলেন, আগরতলা-আখাউড়া রেলপথের ভারতীয় অংশের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ অংশের কাজও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই রেলপথ চালু হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য আরো গতিশীল হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রচারের শেষলগ্নে গতকাল ওই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এতে তিনি আরো বলেন, ফেনী নদীতে সেতু হওয়ায় ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রে উন্নীত হবে। নির্বাচনের বিষয়ে মোদি বলেন, এবার প্রচারে এসে ত্রিপুরাবাসীর কাছ থেকে যে সাড়া পাচ্ছি তা অভূতপূর্ব।

ব্রিটিশ কর্মীদের বেতন-ভাতা বাড়ছে

এ কারণে কর্মী নিয়োগ ও ধরে রাখার ক্ষেত্রে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে নিয়োগকারীদের। তবে সংকট সমাধানে বেতন বৃদ্ধির এমন পরিকল্পনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, এভাবে বেতন বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। তবে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমেছে দেশটিতে। ২০২২ সালের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি ১১ দশমিক ১ শতাংশ বাড়ে। ৪১ বছরের মধ্যে এ হার ছিল সর্বোচ্চ। তবে ডিসেম্বরে তা কমে ১০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি এখনো সংকটজনক অবস্থায় আছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান চাপ সামলানোর উদ্দেশ্যে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বেশ কয়েকবার ধর্মঘট ডেকেছে দেশটির নার্স, শিক্ষক ও গণপরিবহন কর্মীরা। নিয়োগকারীদের বেতন বৃদ্ধির ভাবনার পেছনে তা ভূমিকা রেখেছে বলে সিআইপিডির প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়।

চালু হচ্ছে শমসেরনগর বিমানবন্দর

গবাদি পশু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো বিমানবন্দরের চারদিকে বাউন্ডারি দেওয়ালসহ কোনো ধরনের নিরাপত্তা চৌকি নেই।

শমশেরনগর বিমানবন্দরের পূর্বের নাম ‘দিলজান্দ বন্দর’। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- ‘শমসেরনগর বিমানবন্দর’। চা বাগানের মনোরম সৌন্দর্যের মাঝে ৬০০ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই নান্দনিক বিমানবন্দর অবস্থিত। ৬০০০ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া রানওয়ে সংযুক্ত এই বিমানবন্দরটি।

বিমানবন্দরটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধেরও আগে নির্মাণ করা হয়। এটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিলো সামরিক কাজে ব্যবহার করা। জানা গেছে, ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার (বার্মা) ও ইন্দোনেশিয়াকে দখল করার উদ্দেশে একসঙ্গে বড় যে দু’টি বিমানবন্দর নির্মাণ করেছিল, তার একটি হচ্ছে শমসেরনগর বিমানবন্দর।

১৯৬৮ সালে একটি দুর্ঘটনার পর বিমান ওঠানামা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে ৪৩ বছর অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে ঐতিহাসিক এই বিমানবন্দরটি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও তদারকির অভাবে বিমান বন্দরের রানওয়েসহ বিভিন্ন নিদর্শন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালে এই বিমানবন্দরে বিমান বাহিনীর একটি ইউনিট খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে এখানে বিমান বাহিনীর একটি পরীক্ষণ স্কুল স্থাপন করে চালু করা হয় বার্ষিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তখন থেকেই প্রয়োজন অনুযায়ী বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টার ওঠানামা করছে। বর্তমানে বিমানবাহিনীর ক্যাডেটদের সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বেবিচকের পিএন্ডডিকিউ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে ২৮টি বিমানবন্দর রয়েছে। এগুলো ব্রিটিশ সরকারের আমলে তৈরি। সব বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার ফুটের মধ্যে।

রানওয়েগুলো বর্তমানে যাত্রীবাহী বিমান পরিচালনায় অনুপযুক্ত। পর্যায়ক্রমে এই রানওয়েগুলোর দৈর্ঘ্য ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার ফুটে উন্নীত করার টার্গেট আছে বেবিচকের।

এছাড়া রানওয়ের পিসিএন ৩০ থেকে ৬০ ফুট করার টার্গেট আছে। তাহলে এটিআর কিংবা ড্যাস-৮ কিউ ৪০০ মডেলের ছোট ছোট যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ দিয়ে ফ্লাইট অপারেশন শুরু করা সম্ভব হবে।

এই বিমানবন্দর চালু হলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের অমূল পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া সেখারনকার ব্যাবসায় বানিজ্যেও পরিবর্তন আসবে।

দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে ভারতের যে সহায়তা

হ্রাস পেয়েছে এবং এটিকে শূন্যে নামিয়ে আনতে দুইপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই তথ্য জানিয়ে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, এ লক্ষ্যে ভারত সরকার উদ্যোগ নেবে বলে আমরা প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। আন্তঃসীমান্ত অপরাধসহ সীমান্তে অপরাধমূলক কাযক্রম নিয়ন্ত্রণে আমাদের চলমান প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার বিষয়ে সম্মত হয়েছি।

মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব। এ বিষয়ে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে ভারত অনুরোধ করেছে এবং আমরা সাড়া দিয়েছি।’

গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের সময়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দুই পক্ষের যে উন্নয়ন কার্যক্রম ও ত্রিপুরায় যে কাঁটাতারের বেড়ার কাজ কিছুটা বাকি আছে, সে বিষয়ে যে সমঝোতা হয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেটা যাতে সমাধান করা যায় সেটির বিষয়ে তারা বসেছিল। আমার ধারণা অচিরেই এই কাজ শুরু হবে।’

বাণিজ্য

ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর বাণিজ্য অংশীদার। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে যেসব ট্র্যারিফ বা বাধা আছে সেগুলো দূর করার ওপর গুরত্ব আরোপ করেছে ঢাকা।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, আমরা ভারত থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করেছি। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে যে কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট বা সেফা সেটা সম্পাদনের জন্য আলোচনা দ্রুত সময়ের মধ্যে করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আর ভারতের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পযায়ে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে আমাদের চলমান প্রচেষ্টা এবং কাযক্রম বেগবান করতেও আমরা একমত হয়েছি।

বিদ্যুৎ সহযোগিতা

বর্তমানে ভারতের সঙ্গে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ভারত থেকে আমাদের বিদ্যুৎ আমদানি আগামী দিনে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলেও আমরা আশা করছি। চলমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহে আমি গুরত্ব আরোপ করেছি। ভারত থেকে জ্বালানি আমদানি করতে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্যোগের বিষয়েও আলোচনা করেছি। ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আনার বিষয়েও ভারতের সহযোগিতা চেয়েছি।

তিনি বলেন, ভারত আশ্বস্ত করেছে নেপাল ও ভূটান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ আনার যে বিষয়টি রয়েছে সেটির বিষয়ে আমাদের নির্দিষ্ট প্রকল্প নেওয়া হলে তারা সাহায্য করবে। তারা এবিষয়ে সাহায্য করবে বলেছে। নেপালের পানি মন্ত্রী দিল্লিতে যাচ্ছেন। সেখানে আলোচনা হবে।

তিনি আরও বলেন, আদানি গ্রুপের বিষয়ে আলাদাভাবে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে দুই দেশের মধ্যে অন্যান্য যে সহযোগিতা যেমন পাইপলাইন বা ট্রান্সমিশন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা একটি অনুরোধ রয়েছে, তাদের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে বিদ্যুৎ নেবে। এ বিষয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি। সেগুলো আমি তাকে অবহিত করেছি।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের সঞ্চালন লাইনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যুৎ সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে আসলেও সেটিকে বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কাজ করতে হবে। সঞ্চালন লাইনের সমস্যার কথা আমরা শুনলাম। এখন লাইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানাবো। এটি যদি দ্রুত করা যায় তবে বিদ্যুৎ যখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে আসবে তখন এটি গ্রহণ করা যাবে বলে তিনি জানান।

যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের গার্ড রাশিয়ার

করেছেন ওই ব্যক্তি। তাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। রাশিয়ার এক সামরিক প্রধানের কাছে বার্লিনে যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের সমস্ত তথ্য তিনি পাচার করেছিলেন বলে অভিযোগ।

যার মধ্যে দূতাবাসের সমস্ত কর্মীর যোগাযোগ এবং ছবি ছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তি যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গে মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথোপকথন রাশিয়ার কাছে পাচার করেছিলেন বলে অভিযোগ।

যুক্তরাজ্যের দুই গোয়েন্দা রুশ সেজে ওই গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাদের কাছে বিশেষ ফোন ছিল। যার সিমে সমস্ত ফোনালাপ রেকর্ড করা হয়। রুশ হিসেবে ওই গার্ডের সঙ্গে দুই গোয়েন্দা দেখা করেন। গার্ডের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপরেই তাকে হাতেনাতে ধরা হয়।

আদালতে ওই ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলেও তিনি জানিয়েছেন, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য একাজ তিনি করেননি। অর্থের বিনিময়েও তিনি কাজ করেননি। যে তথ্য তিনি পাচার করেছেন, তার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেননি।

তবে আদালতে যুক্তরাজ্যের প্রশাসন জানিয়েছে, রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতেন ওই ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ আছে তাদের হাতে। অপরাধ প্রমাণিত হলে ১৪ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে ওই ব্যক্তির।

কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিহত

পোস্ট ডেস্ক : কানাডার অন্টারিওর ডুনবাসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন। তার অবস্থা সংকটাপন্ন। নিহতরা গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় ডুনবাসের পূর্ব সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্টারিওর প্রাদেশিক পুলিশ এক টুইটে নিশ্চিত করেছে, নিহতদের সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তারা সবাই কানাডায় উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে গিয়েছিলেন। তারা থাকতেন অন্টারিওর রাজধানী টরন্টোতে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে চার আরোহী ছিলেন। এর মধ্যে তিনজন নিহত হলেও একজন এখনো বেঁচে আছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর পরই ২০ বছর বয়সি এক যুবক ও এক যুবতী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আহত দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। অপরজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। হাসপাতালে যার মৃত্যু হয়েছে, তার বয়স মাত্র ১৭ বছর। আর মৃত্যুর সঙ্গে এখন পাঞ্জা লড়ছেন গাড়ির ২১ বছর বয়সি চালক। জানা গেছে, স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৩০ মিনিটের সময় টরন্টো পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পান একটি গাড়ি উল্টে আছে এবং এটি আগুনে পুড়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গাড়িটি কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কয়েকবার ওলট-পালট খায়। এর পর এতে আগুন ধরে যায়।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আরিয়ান আলম দীপ্ত, শাহরিয়ার খান ও অ্যাঞ্জেলা বারৈ নামের ৩ বাংলাদেশি নিহত ও নিবিড় কুমার (কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ এর ছেলে) মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

টরন্টো ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথমে গাড়িতে লাগা আগুন নেভান তারা। এরপর ভেতরে আটকেপড়াদের উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে. নিহত ও আহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

আগামী সংসদ নির্বাচন অবাধ ও

পণ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধ কখনোই মানব জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।'

যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধের মীমাংসা হতে পারে।

রোহিঙ্গাদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এবং মিয়ানমার থেকে বিপুল সংখ্যক নাগরিক আসার কারণে স্থানীয়রা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মাদক পাচার, মানব পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও আন্ত:সহিংসতার মতো নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মিয়ানমারের এই বাস্তুচ্যুত নাগরিকরা পাঁচ বছর ধরে কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়ে আছে। তাদের কারণে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্থানীয়দের জীবিকা হুমকির মুখে পড়ছে আর তাই এখন তাদের সেখানে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য উন্নত জীবন যাত্রা নিশ্চিত করতে আয়সংস্থানমূলক কাজসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। তিনি ভাসানচরে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ কক্সবাজার ও ভাসানচরে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিচ্ছে।

এ সময় শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের দ্রুত ও অনুকূল পরিবেশে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

মানবিক কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ায় ডেরেক শোলেট প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের জন্য তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, মিয়ানমারে আবার কোন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলে প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কিছু উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তার সফর দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বের প্রতিফলন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। তিনি দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শোলেট ২৪ ঘন্টার সফরে মঙ্গলবার বাংলাদেশে পৌঁছেন।

ভূমিকম্পে এবার কাঁপল নিউজিল্যান্ড ও

ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত নিহত মানুষের সংখ্যা ৪১ হাজার ছাড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ তুরস্কের বাসিন্দা। দেশটির সরকার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি অঞ্চলে তিন মাসের জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভোরে আফগানিস্তানেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতীয় ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির (এনসিএস) তথ্যানুযায়ী, ৩৬ সেকেন্ড ধরে চলা এ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তানের ফায়জাবাদ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, মাটি থেকে ১৩৫ কিলোমিটার গভীরে। ফায়জাবাদের ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৩। এ সময় ফায়জাবাদ ছাড়াও দেশটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভূকম্পন অনুভূত হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে রোমানিয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পে এক হাজার ৫৭০ জন মারা যায় এবং ১১ হাজারের বেশি লোক আহত হয়।

নিউজিল্যান্ড : ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের আঘাত ও ব্যাপক বন্যার পর নিউজিল্যান্ডে এবার ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ওয়েলিংটন। বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা ৩৮ মিনিটে একটি বড় ঝাঁকুনি দিয়ে শুরু হওয়া মাঝারি ভূমিকম্পটি অন্তত ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। খবর- নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডের।

জিওনেট বলছে, ভূমিকম্পটি প্যারাপারউমু থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৪৮ কিলোমিটার গভীরে হয়েছিল।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ প্রায় ৭০ হাজার কিউই অকল্যান্ড এবং ক্রাইস্টচার্চসহ অফিসিয়াল জিওনেট সাইটে ভূমিকম্প অনুভব করার কথা জানান।

ভূমিকম্পের ঘটনায় দেশটির ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি জানিয়েছে, সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই। তবে আফটার শকের (মূল ভূমিকম্পের পরের কম্পন) আশঙ্কা রয়েছে।

সন্ধ্যার ওই ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পরে ৪ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প তাউমারুনুই থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৭৮ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে।

এদিকে, নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েল আঘাত হানার পর ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধ্বস হয়েছে। গত মঙ্গলবার দেশটিতে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, লোকজন বিভিন্ন ভবনের ছাদে বসে আছে। ভবনগুলোর চারপাশে বন্যার পানি। সড়কগুলো পানিতে তলিয়ে গেছে।

আবারো আলোচনায় বিএনপি'র সেই

সেই নোটিস বহাল রেখেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।

ইন্টারপোলের তথ্যানুযায়ী, প্রতিটি রেড নোটিস নবায়ন করা হয় ৫ বছর পরপর। এই নবায়নের আবেদন করে থাকে পুলিশ সদর দফতরের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)। জানা গেছে, ২০২৫ সালে হারিছ চৌধুরীর রেড নোটিসের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যদি এনসিটি তার মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পারে তাহলে সেই রেড নোটিস বহাল রাখার আবেদন আবারও করার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) মনজুর রহমান বলেন, আমাদের কাছে অফিশিয়ালি হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর কোনো তথ্য নেই। আমরা অফিশিয়ালি নিশ্চিত না হতে পারলে হারিছ চৌধুরীর নামে রেড নোটিশ থেকে যাবে। গত বছরের শুরুর দিকে হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি গণমাধ্যমে আলোচিত হলে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সংস্থাটি জানায়, গত বছরের ১৯ জানুয়ারি হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু নিশ্চিত হতে সিআইডিকে একটি চিঠি দেয় পুলিশ সদর দফতর। এরপর সেটি তদন্ত শুরু করে সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। ২৫ জানুয়ারি সেই বিভাগ থেকে সিআইডির সিরিয়াস ক্রাইম বিভাগকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক মাসের বেশি সময় ধরে সেটি তদন্ত করেন পুলিশ পরিদর্শক মো. রাসেল। তার তদন্ত শেষে গত বছরের ১৮ মার্চ পুলিশ সদর দফতরে চিঠি পাঠায় সিআইডি। এই চিঠির বিষয়ে এনসিবি বলছে, হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিআইডিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলাটি তদন্ত করেছিল সিআইডি। আর সিআইডির প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে হারিছ চৌধুরীসহ ওই মামলার পলাতক কয়েক আসামির বিরুদ্ধে রেড নোটিস জারির আবেদন করা হয়েছিল।

গত মঙ্গলবার ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশিদের মধ্যে যাদের নামে রেড নোটিশ রয়েছে, তাদের তালিকার ১৫ নম্বরে হারিছ চৌধুরীর নাম রাখা হয়েছে। সেখানে তার নাম চৌধুরী আবুল হারিছ লেখা রয়েছে। এতে তার জন্ম তারিখ থেকে শুরু করে জন্মস্থান, জাতীয়তা, উচ্চতা, ওজন, চুল ও চোখের রংসহ শারীরিক বিবরণ রয়েছে। রেড নোটিশে তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

সিআইডির তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারের নথিতে হারিছ চৌধুরী মৃত নন। মৃত হিসেবে নথিভুক্ত আছেন মাহমুদুর রহমান। আর এই মাহমুদুর রহমানের লাশটিই হারিছের বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামিরা চৌধুরী। কারণ হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর কোনো নথি না থাকলে তার নামে থাকা সম্পদ সন্তানদের নামে স্থানান্তরিত হবে না। আবার মাহমুদুরই যে হারিছ সেটি নিয়েও তারা রহস্যের মধ্যে ছিলেন। কারণ এক মাসের ব্যবধানে ২০২১ সালের ৫ অক্টোবর হারিছের ছোট ভাই সেলিম চৌধুরীরও মৃত্যু হয়। সেলিম চৌধুরীর বাসা রাজধানীর শান্তিনগরের কনকর্ড টাওয়ারে। ব্রেইন স্ট্রোকে তার মৃত্যু হলে সিলেটের কানাইঘাটে দাফন করা হয়। হারিছ চৌধুরীর পরিবারের ভাষ্য, হারিছ ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। তার আগে ১১ বছর মাহমুদুর রহমান নামে ঢাকার পান্থপথের একটি ফ্ল্যাটে থাকছিলেন তিনি। এই বাসায় হারিছের শ্যালিকা নিশার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। লাশ সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের জালালাবাদের কমলাপুর এলাকায় জামিয়া খাতামুন্নাবিয়িন মাদরাসায় কবরস্থানে ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর দাফন করা হয়। দাফনের সবকিছু করেছিলেন হারিছ চৌধুরীর শ্যালক জাফর ইকবাল মাসুম। মিরপুর-১০ এর বেনারসি পল্লীর শওকত কাবাবের পাশের গলির 'লস্কর বাড়ি' নামে তিন তলা বাড়িটি তার।

হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সিআইডির যেসব কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন, তাদের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এভারকেয়ার থেকে মাহমুদুর রহমান নামে যে মৃত্যুসনদ নেওয়া হয়েছে, তার ঠিকানা লেখা হয়- রাজধানীর উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১৩ নম্বর রোডের একটি বাসার ২বি ফ্ল্যাট। সেখানে ২বি নম্বরের কোনো ফ্ল্যাট নেই। তবে এবি-২ নম্বরের একটি ফ্ল্যাট আছে। সেই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম মাহমুদুর রহমান এবং তিনি জীবিত আছেন। মাহমুদুর রহমান নামে যে পাসপোর্ট নেওয়া হয়েছে সেখানে জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৫৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। বাবা মৃত আবদুল আজিজ। মা মৃত রোকেয়া বেগম। ওই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। এসব কাগজপত্র তৈরিতে সহায়তা করেন হারিছের শ্যালক মাসুম। এই মাসুম হারিছের নামে থাকা একটি দুর্নীতি মামলার আসামিও ছিলেন। আর হারিছ নামে থাকা নথিতে জন্ম তারিখ ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর।

জানা গেছে, ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলে আত্মগোপনে চলে যান হারিছ চৌধুরী। এরপর থেকে তাকে ধরিয়ে দিতে ইন্টারপোলে রেড নোটিস জারি করা হয়। ১৫ বছর ধরে এই নোটিস ঝুললেও তার অবস্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না বা তাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

পর্তুগালে এক গির্জায় প্রায় ৫ হাজার

বর্ণনা দেন। তারা বলছেন, ১৯৫০ সাল থেকে পুরোহিত বা গির্জার অন্যান্য কর্মকর্তারা এসব নির্যাতন চালিয়েছেন।

স্ট্রেচট বলেন, 'গির্জার বাইরে ক্যাথলিক স্কুল, যাজকদের বাড়িতে এবং কনফেসনের স্থানেও শিশুদের নির্যাতন করা হয়েছিল। অনেকে সাক্ষী দেয়নি। এ হিসেবে নিপীড়নের ঘটনা আরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি।'

পর্তুগিজ এপিস্কোপাল কনফারেন্সের সভাপতি লেইরিয়া-ফাতিমার বিশপ জোসে অরনেলাস পরে এ বিষয়ে তার বিবৃতি দেবেন।

গত রোববার তিনি বলেন, 'প্রতিবেদনটি হাতে পেয়েছি। ৩ মার্চ নির্ধারিত একটি অধিবেশনে ভুক্তভোগীদের 'ন্যায়বিচার' দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় নিয়ে চিন্তা করব।

কোহিনূর ছাড়াই মুকুট পরবেন কুইন

ক্যামিলা, যেখানে কোহিনূর না থাকলেও বিশ্বের বৃহত্তম হীরাটির একটি প্রতিরূপ থাকতে পারে। কারণ আসল হীরাটি এখন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মা-এলিজাবেথ দ্য কুইন মাদারের মুকুটে শোভা পাচ্ছে। বাকিংহাম জানিয়েছে, প্রয়াত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য কুইন মেরি ক্রাউনটি লন্ডনের টাওয়ারে প্রদর্শন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যদিও রানী মেরির মুকুটের বর্তমান সংস্করণে কোহিনূর হীরার একটি ক্রিস্টাল রেপ্লিকা রয়েছে। তবে রাজ্যাভিষেকের পর আসল হীরাটি মুকুটে শোভা পাবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। বাকিংহাম প্যালেস বলেছে- ক্যামিলার কুইন মেরি ক্রাউন পছন্দের বিষয়টি সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই প্রথম। নতুন কমিশনের পরিবর্তে একটি বিদ্যমান মুকুটকে কনসোর্টের রাজ্যাভিষেকের জন্য ব্যবহার করা হবে।

ক্যামিলা কোন মুকুটটি বেছে নেবেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে চার্লসের দাদী কোহিনূরখচিত মুকুটটি খুব পছন্দ করতেন। এটি বিশ্বাস করা হয় যে চূড়ান্ত পছন্দের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা বিবেচনা করা হতে পারে, যদিও কুইন মেরি ক্রাউনেরও বিতর্কিত হীরা দিয়ে শোভিত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। কোহিনূর, যার অর্থ ফার্সি ভাষায় 'আলোর পর্বতমালা, মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের কোষাগার থেকে রানী ভিক্টোরিয়ার দখলে আসে তার কয়েক বছর আগে তিনি ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে অভিষিক্ত হন। অতীতের ব্রিটিশ রাজ্যাভিষেকের ক্ষেত্রে কোহিনূর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোহিনূরের বদলে ক্যামিলার মকুটে বসানো হবে কালিনান থ্রি, ফোর এবং ফাইভ হিরে। তা ছাড়াও মুকুটের মধ্যে আরও কিছু পরিবর্তন আনা হবে। তবে কোহিনূরটি ওই মুকুট থেকে সরিয়ে কোথায় রাখা হবে, তা জানানো হয়নি।

এই পরিবর্তনগুলি আনা হবে বিশেষভাবে মহামান্য রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে শ্রদ্ধা জানাতে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ৯৬ বছর বয়সে মারা যান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কুলিনান হীরা বহু বছর ধরে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ব্যক্তিগত গহনার অংশ ছিল এবং প্রায়শই তিনি এটি ব্রোচ হিসাবে পরতেন। ১৯১১ সালের রাজ্যাভিষেকের জন্য যখন কুলিনান ৩ এবং ৪ সাময়িকভাবে মুকুটে স্থাপন করা হয়েছিল, তখনও হীরাগুলি রাণী মেরির মুকুটে স্থাপন করা হয়েছিল। কুইন কনসর্টের মতো রাজা তৃতীয় চার্লসের মুকুটেও বদল আনা হয়েছে। রাজ্যাভিষেকে সেন্ট এডওয়ার্ডের মুকুট পরবেন চার্লস।

লিভারপুলে শরণার্থীবিরোধী বিক্ষোভ

'ইটপাটকেল' ছুড়ে মারে এবং একটি পুলিশ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রেপ্তারদের বয়স ১৩ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে।

মার্সিসাইডের পুলিশ কমিশনার এমিলি স্পুরেল রেডিও সিটিকে বলেন, এটি বিপজ্জনক ঘটনা ছিল। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে আল-জাজিরা জানায়, যে হোটেলের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে, সেটি গত বছর থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে নোসলির প্রতিনিধিত্বকারী জর্জ হাওয়ার্থ বলেছেন, নোসলির মানুষ ধর্মান্ধ নয়। নিরাপত্তার জায়গার সন্ধানে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তারা স্বাগত জানাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভকে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উল্লেখ করেন।

নতুন টাউন হলে শুরু হয়েছে

প্লেসে পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে এগুলো ১৬০ হোয়াইটচ্যাপেল রোডের নতুন টাউন হলের অভ্যর্থনা ডেস্ক পাওয়া যাবে বলে কাউন্সিলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী

শুক্রবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনস্থ এট্রিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বসবাসরত বৃটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরসদের সংগঠন সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরস (এসবিবিএস) এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও ২০২৩-২০২৪ বর্ষের সাধারণ নির্বাচন।

করোনা পরবর্তী এই আয়োজনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত সলিসিটরদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে একটি চমৎকার উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাজির আহমেদ ও মাসুদ চৌধুরী ফরিদা হাকিমকে সংগঠনের নতুন সভাপতি ও মাহাদি হাসানকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিজয়ী ঘোষনা করেন। নির্বাচন কমিটির অপরাপর সদস্যরা হলেন তাজ শাহ ও মিতালী জাকারিয়া।

সোসাইটির নবনির্বাচিত অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন:

সহ-সভাপতি: জাহির আসাজ, তাহমিনা কবীর, শাহ মিসবাহুর রহমান এবং মোহাম্মদ নুরুল গাফফার, যুগ্ম সম্পাদক: সুবের আখতার, মুহম্মদ গনি উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক: ইমরুল শেখ, কোষাধ্যক্ষ: মুনসাত চৌধুরী, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ: কাহার চৌধুরী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক: রায়হান আহমে, প্রেস ও প্রচার সম্পাদক: ফজলে ইলাহী, সংস্কৃতি ও কমিউনিটি এফেয়ার্স সম্পাদক: জেসমিন আক্তার, গভর্নিং বডির সদস্য: এহসানুল হক, ড. সোনিয়া জামান খান, সাব্বির আহমেদ, আব্দুলহালিম সরকার, এম এ শাফি, মো: সালাহউদ্দিন এবং ফেরদৌসী কবীর।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সংগঠনের সম্মানসূচক প্যাট্রন জাজ বেলায়েত হোসেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিশিষ্ট ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার মোজাম্মেল হোসেন কেসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যাক্তিগন।

"আমরা আমাদের নতুন গভর্নিং বডি সদস্যদের স্বাগত জানাতে পেরে রোমাঞ্চিত এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে তারা আমাদের সমিতির মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলিকে সমুন্নত রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে", বলেছেন সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ফরিদা হাকিম।

মাহাদী হাসান বলেন, "নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে, সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটরস এর সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আইনে ক্যারিয়ার গড়তে অনুপ্রাণিত করা এবং নিযুক্ত করা। আমরা আগামী বছরগুলোতে আমাদের সমিতির সমৃদ্ধি ও সাফল্যকে নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটরস এর সদস্যদের স্বার্থরক্ষায় এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী আইনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিবেদিত। এর নতুন গভর্নিং বডি সমিতির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধির জন্য আশাবাদী।

বার্ষিক সাধারণ সভায় সোসাইটির বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল গাফফার সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ করেন। এছাড়াও সংগঠনের সাংবিধানিক বিষয়ে কিছু সংশোধন আনা হয় যা উপস্থিত সদস্যের বিপুল ভোটে পাস হয়। সদ্য বিদায়ী সভাপতি দেওয়ান মেহেদী সংগঠনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং পর্বটি মডারেট করেন সংগঠনের প্যাট্রন জাজ বেলায়েত হোসেন।

সংগঠনের অব্যাহত উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য মাসুদ চৌধুরী, নাজির আহমেদ, চৌধুরী মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, হেলাল মিয়া, মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী ও ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ-কে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, সংগঠনটির অভিষেক ১৫ বছর পূর্বে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর দি ল' সোসাইটি হলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লর্ড ফিলিসপস-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

চীনের বেলুন ঠেকাতে সতর্ক ব্রিটেন

স্পাই বেলুনের মধ্যে এটি অত্যাধুনিক। সমতল থেকে অনেক উচ্চতায় এটি উড়তে পারে। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, চীন ভারত সহ বেশ কয়েকটি দেশকে লক্ষ্য করে গুপ্তচর বেলুনগুলির একটি বহর পরিচালনা করেছে।

যদিও চীনের দাবি, আমেরিকার স্পাই বেলুন কোনও অনুমতি ছাড়াই অনেকবার চীনের আকাশে উড়েছে। ২০২২ সালের শুরুর দিক থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ১০ বারের বেশি আমেরিকার বেলুন দেখা গিয়েছে। স্পাই বেলুনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে।

ব্যাংকে জমা রাখা টাকার উপর যে সুদ আসে সে ব্যাংকটি যদি সুদী কারবারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে এর লভ্যাংশও অবৈধ। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সুদী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক নেই। তখন তাকে বাধ্য হয়েই সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ব্যাংকে তার সঞ্চয়ের উপর যে সুদ আসে তা গ্রহণ না করে, তাহলে ব্যাংক ইচ্ছা করলে অদাবিকৃত সুদের অর্থকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে। কখনো কখনো অনুদান প্রাপ্ত এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে। সে কারণেই ব্যাংকে জামা টাকা উপর যে সুদ আসে তা ছেড়ে না দিয়ে বরং তা গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এ অর্থ নিজের বা পরিবারের জন্য ব্যয় না করে কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। প্রখ্যাত মুফতী সারাখশী বলেছেন যে, 'অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে এবং এ সম্পদকে কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে'। কারো কারো মতে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও দায়-দেনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সোসাইটির সঙ্গে বীমা করা বিধিসম্মত। কিন্ত পুঁজিবাদী মুনাফালোভী কোন কোম্পানীর সঙ্গে বীমা করাটা অবৈধ।

মানব জীবনে কোরআন হাদীস

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

বিবাহ : এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন মুসলমান পুরুষ একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে খৃষ্টান বা ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী নারীকে বিয়ে করাটা বৈধ বরে বিবেচিত। কিন্তু সে কোন পুতুল পূজারী, নাস্তিক বহু ঈশ্বরবাদী মহিলাকে বিয়ে করতে পরে না। কিন্তু একজন মুসলিম মহিলা কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে বা অমুসলিমকে নিয়ে দামপত্য জীবন যাপন করতে পরে না। সে অমুসলিম পুরুষ, ইয়াহূদী, খৃষ্টান নাস্তিক, যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। অমুসলিম পরিবারের পুরুষ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু স্ত্রী ইয়াহূদী বা খৃষ্টার থেকে যায়, তাতে দাম্পত্য জীবন অবৈধ হয় না। কিন্তু একটি অমুসলিম পরিবারের স্বামী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর স্ত্রী যদি নাস্তিক, পুতুল পূজারী বা বহু ঈশ্বরবাদী থেকে যায় তা হলে সে বিয়ে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে যায়। অবশ্য দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্বে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য স্ত্রীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দিতে হয়। অনুরূপভাবে কোন অমুসলিম পরিবরের স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বামীকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দেওয়া হবে। এরপরও স্বামী মুসলমান না হলে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটবে এবং মুসলমান স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

মৃত্যু : মৃত্যুপথযাত্রী একজন মুসলমান শেষ মুহূর্তেও পাঠ করতে চায় : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' -অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল। মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে যারা থাকে তারাও রোগীকে বার বার এ কথাগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করে। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলে তালকীন। মৃত ব্যক্তির শরীর শক্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার হাত দুটি সালাতের ভঙ্গিমায় হয় বুকের উপর অথবা শরীরের দু'পাশে সোজাভাবে রাখতে হয়। সম্ভব হলে মৃতদেহ করবস্থা করার পূর্বে ওযু-গোসল দিয়ে পবিত্র করা হয়। নিত্যদিনের পোশাকগুলো খুলে তিন প্রস্থ সাধারণ কাপড় দিয়ে দেহ আবৃত করা হয়। মৃতদেহ গোসল করানোর প্রথম পর্যায়ে মৃতদেহের সমস্ত শরীরে সাবানের পানি ঢালা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গায়ে লেগে থাকা সাবানের পানি ভালভাবে পরিস্কার করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্পুর মিশ্রিত পানি দিয়ে সারা শরীর ধুয়ে ফেলতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষ নেহায়েত অসুবিধার কারণে পানি দিয়ে পরিস্কার করা সম্ভব না হলে তায়ামমুমের সাহায্যে মৃতদেহ পাক পবিত্র করতে হয়।

সাধারণ কাপড় দিয়ে মৃতদেহ আবৃত করার পর জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এটা ফরযে কিফায়া। মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও জানাযার যে নামায পড়া হয় তাকে বলে গায়েবানা জানাযা। যতদূর সম্ভব মক্কার সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে কবর খোধাই করা হয়। কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তরের দিকে রেখে মুখ ডান দিকে সামান্য কাত করে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে কিবলামুখী করে রাখাই এর উদ্দেশ্য। মৃতদেহ কবরে রাকার সময় বার বার এ দু'আটি পড়তে হয় "বিসমিল্লাহ ওয়া'আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ"। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, মৃতদেহ কবরস্থ করার পর দুজন ফেরেশতা কবরের মধ্যে আসেন এবং মৃত ব্যক্তিতে তার ঈমান সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন করেন। এ বিশ্বাসের সূত্র ধরেই কবরের পাশে দাড়িয়ে দু'আ পাঠ করা হয় কুরআন মজীদের এই আয়াতও বার বার তিলাওয়াত করা হয় যার অর্থ হচ্ছে : হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার রব-এর নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে। আর বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও এবং আমার জান্নাতে দাখিল হও (৮৯ : ২৭-৩০)। করবস্থানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার জন্য যে কোন রকম বাহুল্য ব্যয় বাঞ্ছনীয় নয়। কবরস্থানকে যতাসম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা উচিত। বস্তুতপক্ষে মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে অভাবী ও গরীবদের মধ্যে বেশি দান খয়রাত করা ভাল। আল্লাহর দরবারে এ মুনাাত করতে হবে যে, তিনি যেন দান খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের উপর পৌছে দেন। একে সওয়াবে রিসানী বলে।

সাধারণ আচরণ : নিয়মিত সালাত আদায় এবং রমযান মাসে রোযা রাখা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ বুঝা এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা। বস্তুত পক্ষে কুরআনের বিভি-বিধানগুলো নিজেদের জীবনে রূপায়িত করাই এর উদ্দেশ্য। প্রতিটি কাজ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু হবে। আবার কাজ শেষ করেই বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষন করলে অথবা ওয়াদা করলে সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলতে হবে। একজন মুসলমানের সঙ্গে আরেকজন মুসলমানের দেখা হলে আসসালামু আলায়কুম বলে অভিবাদন করতে হবে। এর জবাবে অন্যজন বলবে ওয়া আলায়কুমুস সালাম। দুনিয়াতে অভিবাদন জানানোর যত রীতি ও পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে এ বাক্য দুটি খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। গুড মরনিং, গুড ইভিনিং (শুভ প্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) ইত্যাদি আইয়ামে জাহিলিয়াতেরই অবশিষ্টাংশ। নিদ্রায় যাওয়ার অথবা নিদ্রা থেকে জাগরণের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করা ভাল। সেই সঙ্গ নবী করীম (সা.) এর উপর দরুদ শরীফ পড়তে হবে। এর জন্য সবচাইতে সহজ পথটি হল 'আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদ ওয়াবারিক ওয়া সাল্লাম' বলা। নবী করীম (সা.) ডান দিককে বেশি পসন্দ করতেন। যেমন জুতো স্যান্ডেল পায়ে দেওয়ার সময় প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পায়ের জুতো পরতেন। আবার খোলার সময় এর ঠিক উল্টোটি করতেন। অর্থাৎ প্রথমে বাম পা এবং পরে ডান পায়ের জুতো খুলতেন। পিরহান (জামা) গায়ে দেওয়ার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাতের আস্তিন গায়ে দিতেন। মাতা আঁচাড়ানোর সময় ডান দিকের চুল আঁচড়ানোর পর বাম দিকের চুল আঁচড়াতেন। মসজিদ অথবা ঘরে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ফেলতেন। কিন্তু গোসলখানা বা পায়খানায় ঢোকার সময় প্রথমে বাম পা দিতেন, আবার বেরিয়ে আসার সময় প্রথমে ডান পা বাইরে ফেলতেন। সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কোন কিছু বিতরণের সময় ডান দিকে দিয়ে শুরু করতেন এবং বাম দিক দিয়ে শেষ করতেন।

পানাহার : পর্ক বা শুকুরের মাংস বা চর্বি কোনভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। মদের ব্যাপারেও এই একই কথা। ইসলাম উভয়টাকেই হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্তির অপনোদন হওয়া আবশ্যক। কুরআন মাজীদে 'খামর' একটি শব্দ আছে। সাধারণত আঙ্গুর থেকে তৈরি মদকে খামর বলে। কিন্তু নবী করীম (সা.) এর যামানায় যে কোন প্রকার মদকেই 'খামর' বরে চিহ্নিত করা হত। সেখানে মদ কি দিয়ে তৈরি করা হত তা ছিল গৌণ। তাই দেখা যায় যে, 'খামর' সংক্রান্ত আয়াতটি যখন প্রথম নাযিল হয় তখন মদীনার মুসলমানগণ শুধু মদই ফেলে দেয়নি।

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য

বরকত আলী

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ও আমলের মাঝেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। ইসলামে এমন কোন আমল নেই যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে 'কালেমা' যার মাধ্যমে মানুষ স্বীকারে করে নেয় যে তার প্রভূ একমাত্র আল্লাহ। কালেমার পরই নামাজ অন্যতম একটি স্তম্ব এবং ইসলামে নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'আমি জ্বিন জাতি ও মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।' (সুরা যারিয়াত : ৫৬)।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে নামাজ এবং রোজা ধনী, দরিদ্র সকলের জন্যই ফরজ। তবে হজ্জ এবং যাকাতের বিধান শুধুমাত্র ধনী ব্যাক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবং পরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর অক্ষম ব্যাক্তি ফকির, মিসকিনকে পেট ভরে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে রোজার কাফফারা আদায় করতে পারবেন এইরকম বিধানও ইসলামে রয়েছে। তবে নামাজের ক্ষেত্রে কাযা করার হুকুম শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং নামাজের কোন কাফফারা বা বদলা হয় না। বলা হয়েছে যদি পানির অভাবে নামাজ কাযা হবার সম্ভবনা থাকে তবে সে যেন তাইমুম করে নামাজ আদায় করে। যদি কোন ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে সে যেন বসে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। যদি কারো বসে বসে নামাজ পড়তেও কষ্টকর হয়ে পড়ে তারপরেও সে যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে। এমনকি চোখের ইশারায় নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।

দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদ দেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও কিছু নিয়মনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। ইসলামে নামাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য ফরজ। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমানের গ্রহণের পর প্রথম এবং প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথা সময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা পরকালে সকল মুসলমানদের কাছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁর পরবর্তী সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

নামাজ আদায়ের সময় তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। নামাজ আদায়ে দায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। নামাজের সবগুলো বিধান মেনে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রেখে পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সেসব মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনত থাকে।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২)।

সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, 'যখন তুমি নামাজে দণ্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।' -(ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬)। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি অর্থ্যাৎ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।

নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে কোন দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমীমগণ তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।'

নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে নামাজের সময় সকলেই সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। এক কাতারে যেমন গরিব ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পরনে জীর্ণ শীর্ণ ছেড়া কাপড় ঠিক একই নামাজের কাতারে একজন ধনী ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পড়নে দামী কাপড় ও সুগন্ধি।

শুধু ধনী গরিব নয় ছোট-বড়, বন্ধু-শত্রু, উর্ধ্বতন কর্মকতা - নিম্নতম কর্মচারী, ফকির-বাদশা মোটকথা সকল মুসলিম সব বিভেদ ভুলে গিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিতে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। সকলেই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে। এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিফলন। নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং বেহেস্তের চাবিকাঠি। আর তাই এজন্যই বলা যায়, নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৭.০২.২৩ শুক্রবার	5:51	7:08	01:00	3:29	5:29	7:30
১৮.০২.২৩ শনিবার	5:49	7:06	12:45	3:30	5:31	7:30
১৯.০২.২৩ রবিবার	5:47	7:04	12:45	3:32	5:32	7:30
২০.০২.২৩ সোমবার	5:45	7:02	12:45	3:34	5:34	7:30
২১.০২.২৩ মঙ্গলবার	5:43	7:00	12:45	3:35	5:36	7:30
২২.০২.২৩ বুধবার	5:41	6:58	12:45	3:37	5:38	7:30
২৩.০২.২৩ বৃহস্পতিবার	5:39	6:56	12:45	3:39	5:40	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন নেইমার!

পোস্ট ডেস্ক : কাতার বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল। দলের এমন বিদায়ে বেশ ভেঙ্গে পড়েন নেইমার। কাতার বিশ্বকাপ খেলতে নামার আগে এইটা তার শেষ বিশ্বকাপ এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন ব্রাজিলের

এই তারকা ফুটবলার।
তবে এবার ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ইঙ্গিত দিলেন নেইমার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নেইমার বলেন, 'আমি বছরের পর বছর ধরে এগিয়ে যেতে চাই। অবশ্যই আমার অনেক বড় স্বপ্ন আছে, আর সেটা হলো বিশ্বকাপ জয়।' ৩৫ বছর বয়সে এসে বিশ্বকাপ জিতেছেন নেইমারের ক্লাব সতীর্থ আর্জেন্টিনার সুপারস্টার লিওনেল মেসি। আর ২০২৬ সালে নেইমারে বয়সও হবে ৩৫। মেসিতেই অনুপ্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন নেইমার। তিনি আরও বলেন, 'মেসি সবসময়ই একজন অনুপ্রেরণা। সে সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে এবং উৎসাহিত করেছে। তাকে ৩৫ বছর বয়সে জিততে দেখে আমিও এটা নিয়ে ভাবি।'

এবারের সাফ অনুষ্ঠিত হবে ভারতে

পোস্ট ডেস্ক : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে একমাত্র দেশ হিসেবে আবেদন করেছিল নেপাল। সে অনুসারে জুনে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার কথা হিমালয়ের দেশ নেপালে। কিন্তু মার্কেটিং কোম্পানির চাহিদার কারণে আয়োজক বদলাতে বাধ্য হলো সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)। মঙ্গলবার সাফের নির্বাহী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় ২০২৩ সালের জুনে অনুষ্ঠিতব্য সাফ ফুটবলের জন্য স্বাগতিক করা হয়েছে ভারতকে। ভারতে সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৫ সালে কেরালায়।
মঙ্গলবার সাফের অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মূলত আসন্ন সাফের স্বাগতিক নির্ধারিত হয়। সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল বলেন, 'মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনা সভায় ভারতের নাম গৃহীত হয়েছে। ফলে মার্কেটিং কোম্পানির শর্ত মানতে হবে'। মার্কেটিং কোম্পানির শর্ত এ বছর সাফ ভারতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। সাফের পৃষ্ঠপোষকতা সভায় গৃহীত হওয়ায় ভারতেই হতে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর। সাফের স্বাগতিক হওয়ার জন্য একমাত্র নেপালই আবেদন করেছিল। মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের শর্তের জন্য নেপাল থেকে ভারতে সরে যাচ্ছে সাফ। এতে খানিকটা আপত্তি তুললেও শেষ পর্যন্ত নেপাল ভারতের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। হেলাল বলেন, 'নেপালই একমাত্র স্বাগতিক হতে চেয়েছিল। সভাতেও তারা স্বাগতিক হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ও দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের স্বার্থে ভারতকে স্বাগতিক হওয়ার ব্যাপারে স্বাগত জানিয়েছে।'
ভারত প্রথমদিকে স্বাগতিক হতে চায়নি। মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানের শর্তে ভারত স্বাগতিক হবে। তাই সাফের কাছে কয়েক সপ্তাহ সময় চেয়েছে সর্বাধিকবারের চ্যাম্পিয়ন দেশটি।

ফিফা বর্ষসেরা একাদশে যারা?

পোস্ট ডেস্ক : আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা বর্ষসেরা একাদশের জন্য প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছে। সোমবার এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে অন্যদের মধ্যে রয়েছেনড় মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো, লুকা মদরিচ ও করিম বেনজেমা। নাইনটি মিনিটস ডটকম এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো দুজনকেই এই বছরের ফিফাপ্রো বিশ্ব একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে বিগত ১৫ বছরের প্রত্যেকটি চূড়ান্ত একাদশে ছিলেন তারা।
ফরোয়ার্ডদের তালিকায় মেসি ও রোনাল্ডোর পাশাপাশি রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, এরলিং হালান্ড, করিম বেনজেমা, নেইমার এবং রবার্ট লেভানদোভস্কি। কাতার বিশ্বকাপ জেতার গৌরব অর্জনের পর আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বকালের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে মেসিকে এ বছরের ব্যালন ডিঅর পুরস্কার জয়ের জন্য ফেভারিট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
অন্যদিকে পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যদি পারতেন তা হলে ২০২২ সালটা ক্যারিয়ার থেকে মুছে দিতেন। কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে রীতিমতো দুঃস্বপ্নের মতো সময় কাটিয়েছেন তিনি। শুধু ক্লাব নয়, জাতীয় দলেও ছিলেন একেবারেই ব্যর্থ। বিশ্বকাপেও কিছু করতে পারেননি। তবে ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশে ঠিকই রয়েছেন তিনি। অথচ নাম নেই বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের।
ফিফপ্রোর তালিকা
গোলরক্ষক
অ্যালিসন বেকার (লিভারপুল/ব্রাজিল)
এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা/আর্জেন্টিনা)
থিবো কোর্তোয়া (রিয়াল মাদ্রিদ/বেলজিয়াম)
ডিফেন্ডার
জোয়াও কনসালো (ম্যানচেস্টার সিটি/বায়ার্ন মিউনিখ/পর্তুগাল)
আলেফানসো ডেভিস (বায়ার্ন মিউনিখ/কানাডা)
আশরাফ হাকিমি (পিএসজি/মরক্কো)
ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল/নেদারল্যান্ডস)
জোসকো গেভারডিলো (আরবি লাইপজিগ/ক্রোয়েশিয়া)
থিয়াগো সিলভা (চেলসি/ব্রাজিল)
থিও হার্নান্দেজ (এসি মিলান/ফ্রান্স)
অ্যান্তোনিও রুডিগার (চেলসি/রিয়াল মাদ্রিদ/জার্মানি)
মিডফিল্ডার
জুড বেলিংহাম (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড/ইংল্যান্ড)
লুকা মদরিচ (রিয়াল মাদ্রিদ/ক্রোয়েশিয়া)
ক্যাসিমিরো (রিয়াল মাদ্রিদ/ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড/ব্রাজিল)
কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি/বেলজিয়াম)
গাভি (বার্সেলোনা/স্পেন)
এনজো ফার্নান্দেজ (রিভার প্লেট/বেনফিকা/চেলসি/আর্জেন্টিনা)
পেদ্রি (বার্সেলোনা/স্পেন)
ফেডেরিক ভালভার্দে (রিয়াল মাদ্রিদ/উরুগুয়ে)
ফরোয়ার্ড
কিলিয়ান এমবাপ্পে (পিএসজি/ফ্রান্স)
করিম বেনজেমা (রিয়াল মাদ্রিদ/ফ্রান্স)
আর্লিং হালান্ড (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড/ম্যানচেস্টার সিটি/নরওয়ে)
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড/আল নাসরে/পর্তুগাল
রবার্ট লেভানদোভস্কি (বায়ার্ন মিউনিখ/বার্সেলোনা/পোল্যান্ড)
লিওনেল মেসি (পিএসজি/আর্জেন্টিনা)

সাফে খেলতে বাংলাদেশে আসবে

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের ওপর সামরিক হামলার ঘটনায় রাশিয়ার সকল ক্লাব ও জাতীয় দলকে নিষিদ্ধ করে ফিফা ও উয়েফা। যার কারণে আগে থেকে নির্ধারিত ম্যাচেও অংশ নিতে পারেনি দেশটি। নিষেধাজ্ঞার কারণে সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপে রুশদের প্লে-অফের ম্যাচগুলোও বাতিল হয়ে যায়। এতে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই আসর থেকে ছিটকে যায়।
সেই নিষেধাজ্ঞা এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যেই ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সাফ অনুর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে আসছে রাশিয়ার মেয়েরা। যেখানে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের অধীনে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ইউরোপের দেশ রাশিয়াকে রেখে সূচি দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে আগামী ২০ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া আসরটির সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
মূলত উয়েফার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বলেই রাশিয়ার অংশ নেওয়ায় সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল। ফিফা ও উয়েফা থেকে রাশিয়াকে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা শুধু ফিফা ও উয়েফার টুর্নামেন্টের জন্য বলে নিশ্চিত করেছেন হেলাল।
রাউন্ড রবিন লিগে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে চার ম্যাচ শেষে সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী দল চ্যাম্পিয়ন হবে। টুর্নামেন্টের সবগুলো ম্যাচ হবে কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে।
বাংলাদেশের ম্যাচ সূচি:
২০ মার্চ বাংলাদেশ-ভুটান (সন্ধ্যা ৬.৪৫)
২২ মার্চ বাংলাদেশ-রাশিয়া (দুপুর ২.৪৫)
২৪ মার্চ বাংলাদেশ-ভারত (সন্ধ্যা ৬.৪৫)

সিলেটে হবে ত্রিদেশীয় ফুটবল সিরিজ

পোস্ট ডেস্ক : ফিফা উইন্ডোতে আন্তর্জাতিক ট্রাইনেশন কাপ টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ২২ থেকে ২৮ মার্চ সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এ টুর্নামেন্ট।
তিন জাতির এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে- ব্রুনাই দারুস সালাম ও সিশেলস। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় দল নিয়ে ৩ মার্চ মাঠে নেমে পড়বেন স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

সোমবার জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফের সহ-সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়ালি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন।
কাজী নাবিল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় ফুটবল সিরিজ আয়োজন করবে। সেখানে ব্রুনাই ও সিশেলস অংশ নেবে। সিলেটে ম্যাচ আয়োজনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।
২২-২৮ মার্চের মধ্যে মোট তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ২২, ২৫ ও ২৮ তিনটি ম্যাচ ডে রয়েছে। তিন দলই দুটি করে ম্যাচ খেলবে। ত্রিদেশীয় সিরিজে কোনো ফাইনাল ম্যাচ থাকছে না। প্রতিটি ম্যাচই ফিফার টায়ার-১ ম্যাচ স্বীকৃতি পাবে।
জানা গেছে, ঢাকা এবং সিলেটে ক্যাম্প হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও বাফুফে চেষ্টা করবে কাতার অথবা সৌদি আরবে জাতীয় দলের অনুশীলন করানোর। বাফুফের সঙ্গে কাতার এবং সৌদির সুসম্পর্ক রয়েছে। তারা কয়েক সপ্তাহের জন্য আথিতেয়তা দিলে বাংলাদেশ দল দেশের পরিবর্তে মধ্যপ্রাচ্যেও অনুশীলন করতে পারে।

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

পাত্রী আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষের জন্য সংসার করতে আগ্রহী একজন পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রীকে নামাজী হতে হবে। পাঁচ বছর পূর্বে স্ত্রী মারা যাওয়ায় বর্তমানে একাকী বসবাস করতেছেন।

যোগাযোগ নাম্বার:
07421908995

TIJARAH SWEETS LTD
246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:
Money Transfer/Bikash
Cargo / DHL
Air ticket
No visa required
Sweets

আমাদের সেবা সমুহ
মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
কারগো / ডি এইচ এল
এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
মিষ্টি

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

ভাষা আল্লাহর দান : ভালো কথা তাঁর নির্দেশ

জাফর আহমাদ

ভাষা পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সেরা দান। তাঁর প্রথম করুণা, 'তিনি আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন' দ্বিতীয় করুণা, 'তিনি মনের ভাব, নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং ভালো ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের জন্য ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন'। 'পরম দয়ালু (আল্লাহ) এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে কথা বা ভাষা শিখিয়েছেন।' (সুরা রহমান: ১-৪)। মানুষের বাকশক্তি এমন একটি বিশেষ নিয়ামত, যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে পৃথক করে রেখেছে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন ভাষার ব্যবহারে পরিপূর্ণ। মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার ক্রন্দনরোল এ পৃথিবীতে তার যে আগমনী বার্তা ঘোষণা করে তা একধরনের ভাষারই নামান্তর। এ মানব শিশু তার কৈশোর, যৌবন ও কর্মময় জীবনের প্রতিটি স্তরে তার অভিব্যক্তি প্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার করে।

মানুষ তার মতামত, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি ভাষার সাহায্যে মৌখিক অথবা কাগজে-কলমে লিখিত আকারে প্রকাশ করে। এ সবই 'আল্লামাহুল বায়ান' তথা ভাষা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ-জাতি ও ভূখ-ের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে থাকে। এটিও আল্লাহ তা'আলার শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। যেমন: প্রথম মহামানব আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং তিনি আদমকে সমস্ত বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রীর নাম শিক্ষা দিলেন।' (সুরা বাকারা: ৩১)। এখানে পৃথিবীর সকল ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বাংলা ভাষাও আল্লাহর সেরা দান। আল্লাহ তা'আলা যে বাকশক্তি দান করেছেন, এটি শুধু বাকশক্তিই নয়, বরং এর পিছনে জ্ঞান ও বুদ্ধি, ধারণা ও অনুভূতি, বিবেক ও সংকল্প এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে, যেগুলো ছাড়া মানুষের বাকশক্তি কাজ করতে পারে না। এ গুলোর জন্য শিক্ষা, বই-পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা, লেখা, বক্তৃতা বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণের মতো উপায়-উপকরণকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে। শুধুমাত্র জন্মগত লব্ধ জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করা হয় না। ভাষা ব্যবহারের যথার্থতা থাকতে হবে। যে কথা বা ভাষা নিজের বা দেশের উপকারে আসে না, সেটি ভাষা হতে পারে না। উল্লেখিত আয়াতে মানুষ সৃষ্টি ও ভাষা শিক্ষাদান করার আগেই কুরআনের কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ক্রমানুসারে প্রথমেই মানুষ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত ভাষা জ্ঞান শিক্ষা, এর পর কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথা আসতে পারে। কিন্তু এ ক্রমধারা বজায় না রেখে প্রথমেই কুরআনের কথা বলে এ ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষা এবং কুরআন নির্দেশিত পথে চলা ও কুরআনের ভাষায় কথা বলা। যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তাকে কথা বলাও শিখালেন, অথচ তার কথা বলার ধরন কী হবে তা তিনি দেখাবেন না, তা কি হতে পারে? সৃষ্টি যার শিক্ষাও হবে তার। সৃষ্টি যেমন, শিক্ষাও হবে তেমন। সুতরাং যে সৃষ্টিকে ভাষা শেখানো হয়েছে তার জন্য কুরআনই হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। মানুষ যদি আল-কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু শেখে, তবে তাদের অবস্থা ঐ সৃষ্টিকূলের মতই হবে অথবা তাদের চেয়ে নিম্নতর হবে, যে সৃষ্টিকূলকে ভাষা জ্ঞান দেয়া হয়নি। সত্যিই তখন এ দুয়ের পার্থক্য নিরূপণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ নৈতিক জীবের যোগ্যতা ও মর্যাদা হারায়।

ভাষা বা কথা দুই প্রকার। এক, পবিত্র বা ভালো কথা। দুই, খারাপ কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দেন, যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' (সুরা ইবরাহিম: ২৪-২৫)। পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা হলো কালিমাতুত তাইয়্যেবা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই।

যিনি কালিমা তাইয়্যেবার ভিত্তিতে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে গড়ে তোলেন, তার কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, ওয়াদা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবনযাপনে সদাচার, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠবে। মোট কথা, ব্যক্তির সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা পূত-পবিত্র হবে, যার জীবনধারার কোথাও কোনো অসঙ্গতি থাকবে না। সর্বোপরি একজন মুমিন আল-কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে এবং আল কুরআন অনুযায়ী কথা পরিত্যাগ করবে। আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চলার পথে কিছু জিনিসকে গ্রহণ করবে আবার কিছু জিনিসকে ত্যাগ করবে। একেই বলে মুত্তাকী। আর এই মুত্তাকীর জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অমূল্য উপহার হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আলিফ-লাম-মিম। (এই নাও) সেই কিতাব (আল-কুরআন) তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, ইহা মুত্তাকী লোকদের পথ দেখাবে।' (সুরা বাকারা-১-২)।

সুতরাং একজন মুমিনের এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জানমালের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের কথা সমাজকে বীভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। সে কথাটি যদি সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।' (সুরা নিসা: ১৪৮)। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।' (মুসলিম ও তিরমিযি)। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোনো ব্যক্তির জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মতো অপকর্ম আর নাই।' (মুসনাদে আহমাদ)। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুসলিম সে, যার ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।' (সহিহ বুখারী)। রাসুল (সা.) আরো বলেছেন, 'ভাষার ফসলই মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করবে।' (তিরমিযি)।

কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মন্দ কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ, কালিমা তাইয়্যেবা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা। এ কালিমা যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, তার চরিত্রে একদিকে ভালো কথা, ভালো চিন্তা ও আচরণ, অন্য দিকে মন্দ কথা, মন্দ চিন্তা বা আচরণ একই সাথে বিরাজ করতে পারে না।

মন্দ কথা হলো 'কালিমাতুল খাবিসা'। মন্দ কথায় কোনো লাভ নেই। এতে কোনো উপকার নেই। আছে ক্ষতি আর ক্ষতি। এটি নিজের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। মন ও চরিত্রকে করে কুলষিত। ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। যে মন্দ কথা বলে তাকে সকলেই ঘৃণা করে। নবী মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (বনী ইসরাঈল: ৫৩)।

সুতরাং ভাষার মাসে আহবান, সঠিক ও সুন্দর কথা বলুন। মিথ্যা, অসৎ, খারাপ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকুন। সুন্দর ও ভালো কথা ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। সুন্দর করে কথা বলা মানুষের শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। আর এটি আল্লাহর দান। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা একটি দান।'

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Missing mother had alcohol issues, police say

Missing mother Nicola Bulley had "significant issues" with alcohol brought on by her ongoing struggles with the menopause, police have said.

The 45-year-old went missing on 27 January during a riverside dog walk in St Michael's on Wyre.

Officers said Ms Bulley had been considered a high-risk missing person from the start of the investigation.

Lancashire Police said it was called to a concern for welfare report at her home last month.

Health professionals also attended on 10 January, the force said, adding no arrests were made but it was being investigated.

A police spokesman said it was clear after speaking to Ms Bulley's family she had "in the past suffered with some significant issues with alcohol which were brought on by her ongoing struggles with the menopause".

"These struggles had resurfaced over recent months [and] this caused some real challenges for [her partner] Paul and the family," the spokesman added.

The force said it had taken the "unusual step" to go into this level of detail as it was "important to clarify what we meant when we talked about vulnerabilities to avoid any further speculation or misinterpretation".

"We have explained to Nicola's family why we have released this further information and we would ask that their privacy is respected at this difficult time."

The police have been criticised by some on social media for disclosing such personal information about a victim.

Zoe Billingham, formerly a lead inspector for the police watchdog HMICFRS, tweeted that she was "deeply troubled" by its release at this stage.

"I have to wonder if some in Lancashire Police are placing the protection of their reputation above their focus on finding Nicola," she added.

Ms Bulley disappeared while walking her springer spaniel, Willow, after dropping off her two daughters - aged six and nine - at school.

Lancashire Police first told the public of their "main working hypothesis" on 3 February, that the mortgage adviser had gone into the river during a "10-minute window" between 09:10 GMT and 09:20 that day.

Detectives have since extended the search to the sea, saying finding her there "becomes more of a possibility".

In a press conference earlier, Det Supt Smith, who is the lead investigator in the case, confirmed there was still no evidence of a criminal aspect or third-party involvement.

Ms Bulley's partner, Paul Ansell, has previously said he was 100% convinced she did not fall into the water.

But Det Supt Smith said their main theory was still that Ms Bulley had "unfortunately gone in the river".

However, she said she could not be "100% certain of that at the minute" as it was a "live investigation" and there was "always information coming in".

She said other hypotheses remained in place and were "reviewed regularly".

Nearly 40 detectives have since sifted through hundreds of hours of CCTV, dashcam footage and tip-offs from the public.

Det Supt Smith said the force had also been "inundated with false information, accusations and rumours which is distracting".

She said in her 29 years of police service she had not seen "anything like it" and described "persistent myths" about the case.

"The derelict house which is across the other side of the river has been searched three times, with the permission of the owner, and Nicola is not in there," she said.

She added reports of a red van in the area on the morning of Ms Bulley's disappearance were not being treated as suspicious.

The detective also confirmed a glove found near where she disappeared did not belong to Ms Bulley.

Assistant Chief Constable Peter Lawson defended his force's investigation into the case of the missing mother.

He said the force had decided to share more details "than would normally be the case" to counter some of "the ill-informed speculation and conjecture".

"It has been a distraction that is potentially damaging to the investigation, the community of St Michael's and most importantly Nicola's family," he said.

On Tuesday the Lancashire force said it had arrested two people after malicious messages were sent to a number of parish councillors about the case.

Search begins to find successor of Nicola Sturgeon

Post Desk : The search for a new First Minister of Scotland has begun after Nicola Sturgeon's surprise decision to stand down.

The SNP leader made the announcement on Wednesday after more than eight years in the job.

She plans to remain in office until her successor is elected.

The SNP's national executive committee will meet on Thursday evening to draw up a timetable for a leadership race.

With no obvious successor, the party's first leadership contest in nearly 20 years could see a debate on future direction and strategy.

Possible replacements include Deputy First Minister John Swinney, Kate Forbes - who was finance secretary before her maternity leave - and Constitution Secretary Angus Robertson.

Health Secretary Humza Yousaf and Justice Secretary Keith Brown have also been suggested as potential candidates, but no one has yet signalled their intention to stand.

Ms Sturgeon made her announcement at a hastily convened news conference at her official Edinburgh residence, Bute House, but insisted it was a decision she had been weighing up for some time.

She said that in order to serve well, a politician needed to accept when it was time to make way for someone else.

"In my head and in my heart I know that time is now. That it's right for me, for my party and my country," she said.

Women Entrepreneurs from Bangladesh An Empowerment of Excellence

Imran A. Chowdhury

While the western world has been grappling with microscopic growth in their GDP for the last few years, on the contrary, Bangladesh has been growing more than 8 to 9 % annually. What a monumental achievement for a country which started in 1972 with $6.29 Billion with - a 13.7% deficit. The GDP today stands at circa eye-watering $ 470 Billion!

However, the main bedrock of this mammoth growth was the women's workforce paddling those sewing machines day and night nonstop. The ready-made garments export of Bangladesh is standing very tall on the world stage as being enthroned as the Number one Garment manufacturer in the world last month, toppling China to the second position. The garment sector employs 4 million workers; out of 4 million, 58% are women. Yet Women represent in the national census 50.4% nationally. These are the statics of the direct workforce in the Garment sector only, but it is undoubtedly much higher if the chain economy's indirect, backlink, auxiliary and circular echo system is fathomed properly.

The rise of the women workforce has perpetuated a frenzy of ladies mastering their hands in startups. The startup culture and the government's prudent initiative, employing the right kind of people from Bangladesh and India, have precipitated into blossoming lady entrepreneurs.

I have had the rare opportunity to meet the visiting women's business team in London in the last few days. Listening, interacting, inquiring, and watching this neo-band of budding lady micro-industrialists have overwhelmed me.

How the game has changed and how one can change the game! How cooperation between India & Bangladesh in creating this synergy of assisting in setting up the women's e-commerce platform for selling their products attracted over 10 million hits. Long may live India - Bangladesh friendship of cooperation. Looking through the prism of 1971 - I am indebted to India for its help in Bangladesh's independence, and it is still cooperating to date in all sectors. Astronomical game changers, these young ladies are employing a collective of a few thousand workers, directly and indirectly, which is a world-class example of women empowerment.

The community in the UK was overwhelmed by finding these ladies' achievements, which seemed a bridge too far for many British Bangladeshi women to venture out to emulate their footsteps.

Although I needed clarification on the core aim of their exhibition here, the focus of the target seemed a bit lob-sided to my

understanding. Meaning, was it a B2C or B2 B-focused tour? One must know that there are more than 10000 outlets in the UK selling ethnic clothes, jewellery, and handicrafts in London, Birmingham, Luton, Manchester, Leeds, Leicester, Oldham and so on. Not to mention the online portals - which could be another few thousand. Ironically, the event could not organise those outlets, associations, buyers, and designers to attend these shows, which would have been the right approach to attract the B2B clientele base for bulk and regular export orders of fruition.

Nevertheless, I am in awe to see these ladies entrepreneurs reaching the pinnacles of conjuring a captive market in Bangladesh, which has challenging logistical, warehousing, distribution, and address

finding (B2C) difficulties. At the same time, undertaking a voyage to penetrate the UK market deserves great accolades. It reverberated throughout the event '' Jago Nari Jago Bonni Shikha ''.

Ruthless Man City hit top with 3-1 win at Arsenal

Second-half goals by Grealish and Haaland earn the champions a 3-1 victory in a feisty top-of-the-table clash at The Emirates Stadium

Manchester City knocked Arsenal off their Premier League perch as second-half goals by Jack Grealish and Erling Haaland earned the champions a 3-1 victory in a feisty top-of-the-table clash at The Emirates Stadium on Wednesday.

Arsenal had come from a goal down and looked capable of ending a 10-game losing streak in the league against City but they ultimately came up short as their hopes of a first league title since 2004 suffered a big setback.

City were gifted the lead in the 24th minute when an underhit back pass byTakehiro Tomiyasu was ruthlessly punished by Kevin de Bruyne's composed lobbed finish.

Arsenal deservedly got back on level terms in the 40th minute, though, when City keeper Ederson was punished for a coming together with Eddie Nketiah and Bukayo Saka slotted home the penalty.

City were much better after the break and Grealish fired in his third league goal of the season in the 72nd minute before Haaland, an injury doubt ahead of the game, netted his 26th league goal of the campaign to silence the home crowd.

Pep Guardiola's City have 51 points, the same as Arsenal but with a far superior goal difference, although Arsenal have played one game fewer.

Potter hits back at pundits after criticism about lack of anger

Joe Cole said Potter should have caused "a bit of uproar" while Rio Ferdinand compared him to Jose Mourinho

Chelsea manager Graham Potter has hit back at pundits who criticised him for not "getting angry" when his team were denied a penalty against West Ham United last weekend.

Conor Gallagher's shot was stopped by the arm of West Ham's Tomas Soucek late on but the referee waved play on. The match ended 1-1.

Former Chelsea player Joe Cole, working as a pundit for BT Sport, said Potter should have caused "a bit of uproar" while Rio Ferdinand compared him to Jose Mourinho.

Potter, whose side play the first leg of their Champions League last 16 tie at Borussia Dortmund later on Wednesday, said he had a responsibility not to contribute to the abuse of referees.

"The same media are talking about me being angrier but then running stories about problems with referees at grassroots level," Potter said. "They don't see the connection."

A BBC questionnaire responded to by more than 900 amateur referees in England revealed worrying levels of abuse and intimidation with multiple cases of death threats being made.

"That's not to say we don't all lose our temper; we do because it's an emotional thing," added Potter.

"I have a responsibility to myself, to Chelsea, to the game, and to act in a way that is the right thing for me."

Year: 20 ◆ Issue: 955 ◆ Friday 17 February - Thursday 23 February 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

আগামী সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। তিনি বলেন, 'আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। আমি সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি।' বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সেলর ডেরেক শোলের নেতৃত্বে একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রীর স্পীচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে তাঁর দল দেশ পরিচালনার

দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, 'আমি কখনোই ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চাই না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি সবসময় জনগণের খাদ্য ও ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো সংসদে ইসির পুনর্গঠন আইন পাস হয় এবং তারপর সেই আইনের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। শেখ হাসিনা বলেন, ইসি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং এর প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলের ভিত্তি নেই। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জন্ম তো ক্যান্টনমেন্টে হয়েছে।

সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকারের আমলে বিগত ১৪ বছরে বাংলাদেশের এই পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।

তিনি আরা বলেন, দেশে অব্যাহত গণতান্ত্রিক চর্চা ও স্থিতিশীলতার কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। আলোচনায় রুশ-ইউক্রেইন যুদ্ধ ও রোহিঙ্গা ইস্যুও স্থান পায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের উচিৎ এই যুদ্ধ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়া। কারণ এর ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও নিত্য-প্রয়োজনীয় --১৭ পৃষ্ঠায়

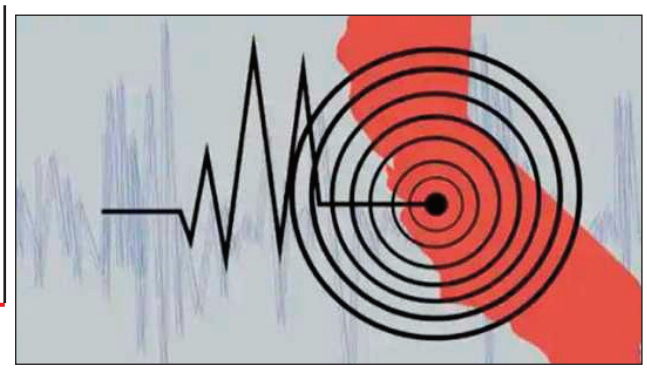

ভূমিকম্পে এবার কাঁপল নিউজিল্যান্ড ও রোমানিয়া

পোস্ট ডেস্ক : নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড়ের পর এবার ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে আর

রোমানিয়ায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে এর আঘাত অনুভূত হয়েছে। মঙ্গলবার ভূমিকম্পটি হয়। ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প পর্যালোচনা কেন্দ্র (ইএমএসসি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। রোমানিয়ার দ্রোবেতা-তুরনু সেভেরিনের ৫৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল। এর গভীরতা ছিল ৪০ কিলোমিটার (২৮ দশমিক ৪৫ মাইল)।

রোমানিয়ায় এমন সময়ে ভূমিকম্প হলো যখন ইউরোপের আরেক দেশ তুরস্ক ভূমিকম্পের ভয়াবহতার মধ্যে আছে।

৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। ৭ দশমিক ৮ মাত্রার এই --১৭ পৃষ্ঠায়

আবারো আলোচনায় বিএনপি'র সেই হারিছ চৌধুরী

বিশেষ সংবাদদাতা : আলোচিত রাজনীতিবীদ সিলেটের হারিছ চৌধুরীকে নিয়ে যেন আলোচনা শেষ হতেই চাচ্ছে না। পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর দাবি করা হলেও পলাতক দেখিয়ে হারিছ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিস বহাল রয়েছে এখনো।

পুলিশ সদর দফতরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে --১৭ পৃষ্ঠায়

চীনের বেলুন ঠেকাতে সতর্ক ব্রিটেন

পোস্ট ডেস্ক : আমেরিকার আকাশে এখন মাঝে সাজে হানা দিচ্ছে চীনের স্পাই বেলুন। এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চার চারটি স্পাই বেলুনের দেখা মিলেছে। এমনটাই দাবি বাইডেন সরকারের। সোমবার একটি স্পাই বেলুনকে গুলি করে নামিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

এ ঘটনার পর চীনের স্পাই বেলুন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের আকাশে চীনা স্পাই বেলুন দেখা গেলে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে জানালেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'আমি চাই দেশবাসী জানুক ব্রিটেন সরকার কী ব্যবস্থা নিতে পারে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে।' এরপর তিনি বলেন, 'দেশকে সুরক্ষিত রাখতে যা যা করনীয় তাই করা হবে।'

প্রসঙ্গত আমেরিকা চতুর্থ স্পাই বেলুনটি গুলি করে নামানোর পর নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে দাবি করা হয়, গত ৪ টি চীনা --১৭ পৃষ্ঠায়

কোহিনূর ছাড়াই মুকুট পরবেন কুইন কনসর্ট ক্যামিলা

পোস্ট ডেস্ক : আগামী মে মাসে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক হবে। সেখানে স্বামীর পাশে থাকবেন ব্রিটেনের কুইন কনসোর্ট ক্যামিলা। অনুষ্ঠানের দিন তিনি 'কোহিনূর' খচিত মুকুটটি পরবেন না বলেই জানিয়েছে বাকিংহাম প্যালেস। রাজ্যাভিষেকের জন্য কুইন মেরি ক্রাউনটি বেছে নিয়েছেন --১৭ পৃষ্ঠায়

পর্তুগালে এক গির্জায় প্রায় ৫ হাজার শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার

পোস্ট ডেস্ক : পর্তুগালের একটি ক্যাথলিক গির্জায় ৪ হাজার ৮১৫ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গির্জায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন নিপীড়নের তদন্ত করা একটি স্বাধীন কমিশন গত সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। খবর আল-জাজিরা ও বিবিসির।

কমিশনের সভাপতি শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পেদ্রো স্ট্রেচট বলেন, 'শৈশবে যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তারা নীরবতা ভেঙ্গে প্রতিবাদ করার যে সাহস দেখিয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' তদন্তে কমিশন ভুক্তভুগীরা ৫৬৪টি ঘটনার --১৭ পৃষ্ঠায়

সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরস এর নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার: আইনি পেশার দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের পরবর্তী প্রজন্মকে ব্রিটেনের আইন পেশার প্রতি অনুপ্রাণিত করার প্রত্যয় নিয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, --১৭ পৃষ্ঠায়

নতুন টাউন হলে শুরু হয়েছে কাউন্সিলের মিটিং

হোয়াইটচ্যাপেলে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন টাউন হলে শুরু হয়েছে কাউন্সিলের মিটিংসমূহ। প্রথম মিটিংটি হয়েছে বৃহস্পতিবার ৯ ফেব্রুয়ারি শিশু ও শিক্ষা স্ক্রুটিনি উপ-কমিটির।

নতুন টাউন হল এখনও জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত নয়। তাই এই মাসে অনুষ্ঠিতব্য কোন মিটিংয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুকদেরকে হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের বিপরীতে অবস্থিত নতুন টাউন হলের অস্থায়ী বেস্টনীর 'গেট ওয়ান' দিয়ে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে

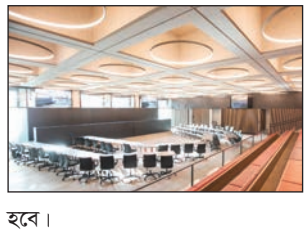

হবে।

নতুন টাউন হল আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মিটিংয়ের পাবলিক নোটিশ ও এজেন্ডা এবং রিপোর্টের অনুলিপি মালবেরি --১৭ পৃষ্ঠায়

লিভারপুলে শরণার্থীবিরোধী বিক্ষোভ

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে লিভারপুলের ইংলিশ সিটির কাছে শরণার্থীবিরোধী বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়ে এক পুলিশ সদস্যসহ আহত হয়েছেন তিনজন। এ ঘটনায় পুলিশ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের থাকার জন্য ব্যবহৃত একটি হোটেলের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার প্রকাশিত খবরে মার্সিসাইড পুলিশ বিভাগের বরাতে জানানো হয়, নোসলিতে ঘটনার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা ও দুইজন বেসামরিক ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, কিছু বিক্ষোভকারী --১৭ পৃষ্ঠায়

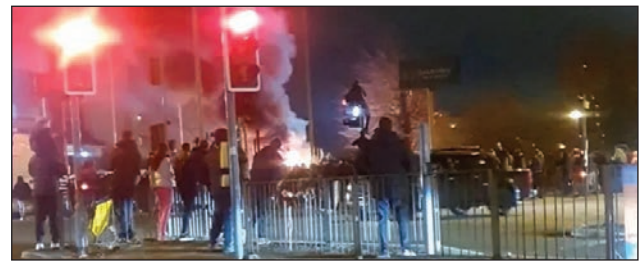

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk